Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বে সবরের কুফল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা:হেলেন ইয়াসমিন

রোলঃ 227020082

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বে সবরের কুফল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা:হেলেন ইয়াসমিন

রোলঃ 227020082

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বে সবরের কুফল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা:হেলেন ইয়াসমিন, আইডিঃ 227020082 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বে সবরের কুফল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

হেলেন

(স্বাক্ষর)

মোছা:হেলেন ইয়াসমিন

আইডিঃ 227020082

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

বে সবরের পরিচয়:....................1

ধৈর্যের শ্রেণিবিন্যাস:....................2

সবরের উপাদানসমূহ:....................6

বিপদে মানুষ চার ভাগে বিভক্ত:....................7

বে সবর আদবের খেলাফ:....................9

বে সবর না হওয়ার হুকুম কুরআনের আলোকে :....................12

১. মুমিনদের প্রতি ধৈর্যধারণের নির্দেশ:....................12

২. বে সবর হতে নিষেধাজ্ঞা:স....................13

হাদীছের আলোকে ধৈর্যের গুরুত্ব:....................14

ধৈর্যের গুরুত্ব সম্পর্কে মনীষীগণের উক্তি:....................15

ধৈর্য্যর ক্ষেত্র:....................16

খারাপ ধৈর্য:....................16

উত্তম ধৈর্য:....................17

ধৈর্য-সংক্রান্ত কিছু আয়াত ও হাদিস:....................19

ধৈর্য-সংক্রান্ত হাদিস:....................21

জগতের মুসিবতের উপর ধৈর্য্য:....................24

প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার উপর ধৈর্যধারণ:....................24

ধৈর্যধারণের আরো ক্ষেত্র:....................26

তালিবে ইলম জীবনে ধৈর্যধারণ করা:....................27

আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্মরণ করা:....................28

ধৈর্যশীলদের সম্মান:....................29

সবসময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করা:....................31

ঈমান হারানোর আশঙ্কা করা: 32

রবের কাছে দুআর উপর ধৈর্যধারণ 34

তালিবে ইলমের বে সবর না হওয়া :........ 36

ধৈর্যশীলতা অর্জনের উপায়:........ 36

ছবর অবলম্বনে কতিপয় প্রতিবন্ধক 40

নবী-রাসূলগণের দৃষ্টান্ত:........ 40

রাসূল (ছাঃ)-এর ধৈর্যশীলতার দৃষ্টান্ত: 43

ফেরেশতাদের ধৈর্য:........ 47

জিনদের ধৈর্য্য :........ 48

সালাফের ধৈর্য্য :........ 49

বে সবর থেকে দূরে থাকতে যেগুলো করবেন না:........ 55

নিরাশ হবেন না 57

বে সবরের পরিচয়:

ধৈর্য অর্থ সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা, সহ্য বা অপেক্ষা করার ক্ষমতা, ধীরতা, নিস্পৃহতা, প্রশান্তি ইত্যাদি।
ধৈর্য-এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে সবর।সবর এর বিপরীত শব্দ বে সবর

'বে ছবর'-এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা। পারিভাষিক অর্থ নফসকে প্রবৃত্তি পরায়ণতা থেকে বিরত রাখা,ব্যাকুল, অস্থির,
ধৈর্যহীন।অস্থিরতা, ধৈর্যের অভাব।

মানুষের আত্মিক গুণাবলির মাঝে একটি উত্তম গুণ হলো সবর। এর মাধ্যমে অনর্থক ও অসুন্দর কার্যক্রম থেকে মানুষ বিরত থাকে। এটি আধ্যাত্মিক একটি শক্তি, যার মাধ্যমে নফস পরিশুদ্ধ হয় এবং সুন্দরভাবে কার্য সম্পাদন করে।

জুনাইদ বিন মুহাম্মাদ-কে সবর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বললেন, 'ভ্রূকুটি না করে তিক্ততা ও মুসিবত সহ্য করার নাম সবর।'

জুন্নুন বলেন, 'বিরোধিতা না করা, বিপদ ও মুসিবতের ভিড়ে অবিচল থাকা এবং জীবিকার অঙ্গনে চরম দৈন্যের শিকার হওয়া সত্ত্বেও সচ্ছলতা প্রকাশ করাই সবর।

মানুষকে জীবনে বিপদ থাকবেই ।এ থেকে কেউ মুক্তি পাবে না। অবশ্যই মানুষকে পরীক্ষা করা হবে।মানুষকে আনন্দদায়ক বিষয় ও কষ্টদায়ক বিষয়- উভয়ের মাধ্যমেই পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু তার জন্য এসব অবস্থায় অবশ্যই সবরকারী ও কৃতজ্ঞ বান্দা হতে হবে,বে সবর হলে চলবেনা।কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

'আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে।(সুরা কাহাফ:৭)

ধৈর্যের শ্রেণিবিন্যাস:

কাজের গুরুত্ব ও অগ্রাধিকারের বিবেচনায় ধৈর্যকে ৫টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো:

(১) ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক)

(২) মানদুব (উৎসাহ প্রদানমূলক কাজ)

(৩) মাযুর (নিষিদ্ধ)

(৪) মাকরুহ (অপছন্দনীয়) এবং

(৫) মুবাহ (অনুমোদিত)

ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক) ধৈর্য:

১. নিষিদ্ধ কাজ ও বস্তু থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা।

২. বাধ্যতামূলক আমলগুলোকে অব্যাহত করার জন্য ধৈর্যধারণ করা।

৩. অনিয়ন্ত্রণযোগ্য প্রতিকূলতা মোকাবিলার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারন করা। অর্থাৎ এমন কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া, যার উপর কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। যেমন কেউ যখন অসুস্থ হয়ে যায় কিংবা দরিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত হয় তখন মানুষকে এ ধরনের ধৈর্য ধরতে হয়।

মানদুব (উৎসাহ প্রদানমূলক কাজ) ধৈর্য:

১. অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য ধৈর্যধারণ করা।

২. পছন্দনীয় বা সুপারিশকৃত আমল বা মুস্তাহাব পালন করার জন্য ধৈর্যধারণ করা।

৩. প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা থেকে নিজেকে বিরত রাখার জন্য ধৈর্যের চর্চা করা।
মাযুর (নিষিদ্ধ) ধৈর্য:
১. মৃত্যু পর্যন্ত হারাম খাবার ও পানীয় থেকে বিরত থাকার জন্য ধৈর্যধারণ করা।

২. হারাম গোশত, রক্ত খাওয়া থেকে বিরত থাকা। না খেলে মৃত্যু হয়ে যাবে এমন হলে অবশ্য ভিন্ন কথা। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের (র.) মতে, কারও যদি পঁচা গোশত ছাড়া আর কোনো বিকল্প খাবার না থাকে এবং সে যদি এই হারাম খাবার সামনে থাকার পর না খেয়ে ক্ষুধার কষ্টে বা না খেয়ে মারা যায় তাহলে তার পরিণতি শুভ হবে না।

৩. ভিক্ষা না করে ধৈর্যধারণ করা। যদিও ভিক্ষা করা একেবারেই নিষিদ্ধ নাকি

কিঞ্চিৎ সুযোগ আছে, তা নিয়ে এখনো কিছুটা বিতর্ক আছে। ইমাম আহমাদের (র.) মতে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বাঁচার জন্য ধৈর্য ধরার সুযোগ আছে। ইমাম আহমাদকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, একজন মানুষের সামনে যদি এমন পরিস্থিতি আসে যে সে ভিক্ষা না করলে মারা যাবে। তাহলে সে কী করবে? ইমাম আহমাদ (র.) প্রশ্নকর্তার সাথে দ্বিমত করেন এবং বলেন, ভিক্ষা না করার কারণে কেউ মরবে না। কেননা আল্লাহ তার রিজিক নির্ধারণ করে রেখেছেন। তার মতে, যেহেতু আল্লাহ প্রতিটি বান্দার প্রয়োজন জানেন ও বুঝেন তাই কেউ যদি ভিক্ষাবৃত্তি না করে ধৈর্যধারণ করে তাহলে আল্লাহ নিজ দায়িত্বেই উক্ত বান্দাকে রিজিক দান করবেন। ইমাম আহমাদের অনেক ছাত্র বিশেষ করে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, "যদি কোনো ব্যক্তি ভিক্ষা করতে বাধ্য হয় কিন্তু সে তা না করে তাহলে তার বিপথগামী হওয়ার সুযোগ থাকে তাহলে বরং তার ভিক্ষার পথেই যাওয়া উচিত।"

৪. যে বিষয়গুলো থেকে মৃত্যু হতে পারে এমন বিষয় থেকে বিরত থাকাও ধৈর্যের আওতায় পড়ে। যেমন: সাপ, আগুন, পানি।

৫. ফিতনার সময়ে যখন মুসলিমরা একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন ধৈর্য ধরার কোনো বিকল্প নেই। মানুষ যদি এই ধরনের কঠিন সময়ে নিজেরা নিজেদের সাথে লড়াই করা থেকে বিরত থাকতে পারে, তখন ধৈর্য ধরাই উত্তম। রাসুল (সা.) বলেছেন, "আদম সন্তানের উচিত নিজেদের মধ্যে উত্তম হওয়ার চেষ্টা করা।" (আবু দাউদ)
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে সুরা আল মায়েদায় আদি পিতা হযরত আদমের (আ.) দুই সন্তানের ঘটনা বিবৃত করেছেন। যেখানে একজন ভাই অপর ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা

করতে চাইলেও ভিকটিম ভাইটি নিজেকে সংযত করতে পেরেছিলেন। আল্লাহ এই ভাইটিকে প্রশংসা করে বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. لَين بسطتَ إِلى يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শোনান। যখন তারা ভয়েই কিছু উৎসর্গ নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের উৎসর্গ গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের গৃহীত হয়নি। সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। সে বলল, আল্লাহ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন। যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হাত প্রসারিত কর, তবে আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হাত প্রসারিত করব না। কেননা, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও। অতঃপর তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই অত্যাচারীদের শাস্তি। অতঃপর তার অন্তর তাকে ভাই হত্যায় উদ্বুদ্ধ করল। তারপর সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" (সুরা মায়েদাহ: আয়াত ২৭-৩০)

তবে মনে রাখতে হবে, সংযত হওয়ার এই বিধানটি কাফেরদেরকে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তখন বরং নিজেকে রক্ষা করার জন্য ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মানে হলো ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে হেফাজত করা।

মাকরুহ (অপছন্দনীয়) ধৈর্য:
নিজের শরীরের ক্ষতি করে বৈধ খাবার খাওয়া, বৈধ পানীয় পান করা বা বৈধ যৌনাচার করার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা।

২. মাকরুহ আমল করার জন্য ধৈর্য ধরা।

মুবাহ (অনুমোদিত) ধৈর্য:

মুবাহ বা অনুমোদিত আমল থেকে বিরত থাকার জন্য ধৈর্যধারণ করা।

বে সবর না হতে সহায়ক উপাদানসমূহ:

আল্লাহ তাআলা যখন সবর করার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তা অবলম্বন করার উপায়-উপকরণও বলে দিয়েছেন, যেগুলো বান্দাকে সবর করতে সাহায্য করবে। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেকে আত্মস্থ করাবে যে, প্রতিটি মুসিবত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে এবং এটি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত ফয়সালা ও তাকদির। আল্লাহ তাআলা এটি না তাকে ধ্বংস করার জন্য দিয়েছেন, আর না শাস্তি দানের জন্য। বরং তা দিয়েছেন বান্দার সবর, রিজা, আল্লাহর কাছে তার অভিযোগ করা এবং অনুনয়-বিনয় করে দুআ করা প্রভৃতি বিষয়গুলো পরীক্ষা করার জন্য। যদি এ সকল বিষয় তাকে দেওয়া হয়, তখনই তার জন্য আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত প্রতিদান নিশ্চিত। আর যদি সে এসব থেকে বঞ্চিত হয়, তবে এটা তার জন্য সুস্পষ্ট ক্ষতি।তাই সবরের উপাদান সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

সবরের উপাদানসমূহ:

এক, দুনিয়া পেরেশানি ও পরীক্ষার জায়গা, যেখানে শান্তির আশা করা যায় না-এটা জানা।

দুই, মুসিবত আসাটা স্বাভাবিক এটা জানা।

তিন, উপস্থিত বিপদের চেয়ে বড় বড় বিপদ আসতে পারত-এটা মনে করে স্বস্তি অনুভব করা।

চার, এ ধরনের বিপদে যারা আক্রান্ত হয়েছে, তাদের প্রতি লক্ষ করা। কারণ, অন্যের মাধ্যমে সান্ত্বনা লাভ করাও অনেক বড় প্রশান্তি।

পাঁচ, নিজের বিপদের চেয়ে বড় বিপদে আক্রান্ত লোকদের প্রতি লক্ষ করা, তাহলে নিজের বিপদটি হালকা মনে হবে।

ছয়, বিপদের পরে সুখের আগমন ঘটে-এটার আশা রাখা। যেমন: মায়ের (প্রসববেদনার) কষ্টের পর সন্তানের আগমন ঘটে।

সাত, সবরের মাধ্যমে সবরকারীদের যে সাওয়াব ও মর্যাদা এবং সবরে তাদের যে আনন্দ রয়েছে, তার আশা করা। কারণ, রিজার পর্যায়ে উন্নতহওয়াই শেষ লক্ষ্য।

আট, বান্দা মনে করবে যে, তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ফয়সালাতেই কল্যাণ নিহিত।

নয়, বিপদের আধিক্য শ্রেষ্ঠ বান্দাদের জন্যই হয়ে থাকে এমন জ্ঞান করা।

দশ, নিজেকে একজন গোলাম মনে করতে হবে। আর গোলামের জন্য নিজের ব্যাপারে কোনো কর্তৃত্ব থাকে না।

এগারো, বর্তমান মুসিবতটি তার মালিকের ইচ্ছায়ই আপতিত হয়েছে। সুতরাং গোলামের জন্য মালিকের সন্তুষ্ট বিষয়ে অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়।

বারো, অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠার সময় নিজেকে তিরস্কৃত করা যে, বিপদের বিষয়টি তো আবশ্যক।

তেরো. বিপদ হলো সীমিত সময়ের জন্য, যেন তা ঘটেইনি।

যখন ধন-সম্পদ, দেহ বা প্রিয়জন বিপদাপদের শিকার হয়, তখন মনে করতে হবে যিনি তা নির্ধারণ করেছেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান; তিনি অনর্থক ও অযথা কোনো কাজ করবেন না এবং অহেতুক কোনো বিষয় নির্ধারণ করবেন না। আল্লাহ তাআলা দয়াশীল, যার দয়া বান্দার জীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। তিনি বান্দার প্রতি দয়া করে দান করেন। অতঃপর দয়া করে শোকরের তাওফিক দেন। তিনি দয়া করে বিপদে ফেলেন। অতঃপর দয়া করে সবরের তাওফিক দেন। সুখ-দুঃখের চেষ্টাসমূহের ওপর আল্লাহ তাআলার রহমত অগ্রগামী এবং এগুলো আল্লাহ তাআলার রহমতের পশ্চাতে। তিনি আরও দয়া করেছেন, বিপদকে গুনাহ ও পাপ বিমোচনকারী এবং নেক ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ বানিয়ে।

বিপদে মানুষ চার ভাগে বিভক্ত:

মুহাম্মাদ বিন উসাইমিন-কে বিপদ অবতীর্ণ হলে রাগান্বিত হয়-এমন ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, মুসিবতের সময় মানুষ চার ভাগে বিভক্ত হয়:

প্রথম ভাগ: রাগান্বিত হওয়া। এটা আবার কয়েক প্রকার:

প্রথম প্রকার: হৃদয়ের অবস্থা এমন হবে যে, রবের প্রতি অসন্তুষ্ট হবে এবং আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত বিষয়ে রেগে যাবে। আর তা হারাম। কখনো কখনো তা কুফরি পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ

'আর লোকদের মধ্যে এমনও আছে, যে আল্লাহর উপাসনা করে কিনারায় রয়ে; ফলে যদি তার প্রতি ভালো কিছু ঘটে, সে তাতে সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু তার প্রতি যদি বিপর্যয় ঘটে, সে তার মুখ ফিরিয়ে ঘুরে যায়। সে ইহকালেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং পরকালেও। ৩১১

দ্বিতীয় প্রকার: কখনো রাগটা জিহ্বার মাধ্যমে হয়। যেমন ধ্বংস ও পতন ডাকা এবং এ সম্পর্কিত কোনো বাক্য বলা। এটা হারাম।

তৃতীয় প্রকার: রাগটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। যেমন: মুখ চাপড়ানো, জামা ছেঁড়া, মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলা ইত্যাদি। এগুলো সবই হারাম এবং ফরজ সবরের পরিপন্থী।

দ্বিতীয় ভাগ: সবর। যেমনটা কবি বলেন:

والصبر مثل اسمه مر مذاقته " لكن عواقبه أحلى من العسل

'সবর তার নামের মতোই, যার স্বাদ তিক্ত; কিন্তু শেষ পরিণাম মধুর চেয়েও মিষ্ট।'(সুরা আল-হাজ্ব)ফলে দেখা যায় যে, সবর অনেক কঠিন একটি কাজ, কিন্তু তা সহ্য করা যায়। বান্দা বিপদে পড়া অপছন্দ করে, কিন্তু যে বান্দা বিপদে পড়ে সবর করে, সে সবর তাকে ক্রোধ ও অস্থিরতা প্রকাশ থেকে সংবরণ করে। তখন বিপদে পড়া ও না পড়া তার কাছে সমান হয়ে যায়। এই সবর ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ তাআলা সবরের ব্যাপারে আদেশ করেছেন-

وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

'আর তোমরা সবর করো, নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন। ১০১২

তৃতীয় ভাগ: মানুষ মুসিবতের ব্যাপারে এমনভাবে সন্তুষ্ট থাকবে যে, বিপদের

উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি সমান হবে এবং তার কাছে বিপদ কঠিন হবে না, আর না তা সহ্য করা কঠিন হবে। সঠিক কথা অনুযায়ী এই অবস্থানটা মুসতাহাব, ওয়াজিব নয়। এই তৃতীয়ভাগ ও দ্বিতীয়ভাগের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট। কারণ, এই ভাগে মুসিবত থাকা না থাকা সমান, আর আগের ভাগে মুসিবত কঠিন মনে হয়, কিন্তু সবর করে।

চতুর্থ ভাগ: শোকর। এটি সর্বোচ্চ স্তর। শোকর হলো, বান্দা তার ওপর আপতিত বিপদের কারণে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কারণ, বিপদ তার গুনাহ মুছে দেয় এবং নেকি বৃদ্ধি করে। রাসুল বলেন:

مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

'মুসলিম যেকোনো বিপদে আক্রান্ত হয়, আল্লাহ তার কারণে গুনাহ মিটিয়ে দেন, এমনকি যদি কাঁটা বিদ্ধ হয় তাতেও।

বে সবর আদবের খেলাফ:

সবরের একটি আদব হলো, বিপদের শুরুলগ্নেই সবর করা এবং দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার সাথে সাথেই ধৈর্যধারণ করা। রাসুল বলেন:

إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى

'সবর মুসিবতের প্রাথমিক অবস্থাতেই অবলম্বন করতে হয়।'

আরেকটি আদব হলো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অসংযত কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখা, তবে ক্রন্দন করা বৈধ।

জনৈক দার্শনিক বলেন, 'ধৈর্যহীনতা ও অস্থিরতা হারানো বস্তুকে ফিরিয়ে আনে না, তবে শত্রুকে আনন্দিত করে।'

নিঃশব্দে কোনো নিষিদ্ধ বাক্যব্যয় ব্যতীত ক্রন্দন করা এবং চিন্তা করা সবর ও রিজার পরিপন্থী নয়।

আল্লাহ তাআলা ইয়াকুব-এর ঘটনা বর্ণনায় বলেন:

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

'আর তাঁর চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল শোকাবেগবশত, যদিও তিনি সংবরণকারী ছিলেন। (সুরা ইউসুফ :৮৪)

কাতাদাহ বলেন, তিনি পেরেশানির ব্যাপারে সংবরণকারী ছিলেন। ফলে ভালো বৈ কোনো কথা তিনি বলেননি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ইয়াকুব বলেছেন:

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ(সহিহুল বুখারি: ১২৮৩)

এমনকি মুমিনের শরীরে বিদ্ধ হওয়া একটি কাঁটাতেও তার জন্য সাওয়াবের অংশ রয়েছে।

সহিহাইনে নবিজিও থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هُمْ ُوَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذى وَلا غَم حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاه

'মুসলিমের ওপর যে কষ্টক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এই সবগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।'

তাই বিপদে সবর করার মাধ্যমে প্রতিদান অন্বেষণ করতে হয়। সুতরাং যখন সামান্য কষ্টও পাই তখন বলি, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' এবং আল্লাহ তাআলার হামদ পাঠ করি, যিনি আমাদের এই ফজিলত ও অনুগ্রহ (সামান্য বিপদেও বিনিময় দেওয়া) দান করলেন।

শুমাইত বিন আজলান বলতেন, 'সুস্থতা ভালো ও মন্দ উভয় শ্রেণির লোকের মূল চরিত্রকে ঢেকে রাখে। যখন বিপদ আসে, তখন উভয়ের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে যায়। প্রকৃত মুমিনের নিকট যখন বিপদ এসে তার সম্পদ, সেবক ও বাহনের অনিষ্ট সাধন করে; ফলে সে পরিতৃপ্তির পর ক্ষুধার্ত হয়ে যায়, বাহনে চড়ার পর হেঁটে চলে এবং সেবা গ্রহণের পর নিজেই সেবক হয়ে যায়-তখন সে সবর করে এবং আল্লাহ তাআলার ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকে। আসলে এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এক প্রকার পরীক্ষা করেন। আর আমার কাছে কিয়ামতের দিনের হিসাবের চেয়ে এ পরীক্ষা অনেক সহজ। আর যখন পাপীর নিকট বিপদ এসে তার ধন-সম্পদ, সেবক ও বাহন বিনষ্ট করে, তখন সে অধৈর্য ও অস্থির হয়ে পড়ে এবং বলে, "আমি ধৈর্য ধরার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি।" এ জন্য বিপদে ধৈর্য ধরার ওপর অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে। জীবনের মিষ্টতা, তিক্ততা; সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা-সবকিছু মেনে চলার ওপর নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে।(সহিহুল বুখারি: ৫৬৪১)

অজ্ঞরা মানুষের কাছে অভিযোগ করে, কিন্তু এটি অভিযোগকারী এবং তা শ্রবণকারীর চরম মূর্খতা। কারণ, যদি সে তার রবকে চিনত, তবে তাঁর কৃত ফয়সালার ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করত না; আর যদি মানুষকে চিনত, তবে তাদের নিকটও অভিযোগ করত না।১০০

জনৈক সালাফ বলেন, 'আমি অধিকাংশ মানুষকে দেখি যে, বিপদ আসায় তারা এতটাই বিরক্ত বোধ করে, যা সীমা ছাড়িয়ে যায়। কেমন যেন তারা জানেই না যে, দুনিয়াকে বিপদাপদের ওপরই রাখা হয়েছে। এখানে সুস্থ লোক তো অসুস্থতারই অপেক্ষা করে। যুবক বার্ধক্যের অপেক্ষা করে এবং অস্তিত্ববান বস্তু তার অস্তিত্বহীনতারই প্রহর গোনে।'

কবি বলেন:

على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة " وميت ومولود وبشر وأحزان

'মানুষের জীবন চলছে মিলন ও বিচ্ছেদ, জন্ম ও মৃত্যু, সুসংবাদ ও বেদনার ওপর দিয়ে।'

অতঃপর তিনি বলেন, 'আমার জীবনের মালিকের শপথ, বিরক্তিকে একেবারেই অস্বীকার করা যায় না। কারণ, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি মরণ থেকে নিরাপদ থাকার প্রতিই আকৃষ্ট। তবে এতে বাড়াবাড়ি করা, যেমন: কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, মুখ চাপড়ানো এবং তাকদিরের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা ইত্যাদির মাধ্যমে ছুটে যাওয়া জিনিস ফিরে আসবে না। কিন্তু এটি লোকের ধৈর্যহীনতার পরিচয় বহন করে এবং মন্দ পরিণাম ডেকে আনে।

ইবনে আবু নুজাইহ কোনো এক খলিফাকে সান্ত্বনা দিয়ে পত্র লিখে পাঠান, 'আল্লাহকে যে যথাযথভাবে চিনে, সে আল্লাহর কাছেই এমন অনুগ্রহ ও নিয়ামতের আশা রাখে, যা স্থায়ী। আর বিগত যা হয়ে গেছে, তার প্রতিদান বাকি থাকবে। বিপদের সময় সবর করার বিনিময়ে সবরকারী যে প্রতিদান পাবে, তা বিপদমুক্ত থাকার নিয়ামতের চেয়ে হাজারগুণ বেশি উত্তম।কুরআনের বাণী

فَصَبْرٌ جَمِيل এর ব্যাখ্যায় হিব্বান বিন আবু জাবালা • বলেন, 'আয়াতে "সবরে জামিল" বা উৎকৃষ্ট সবর বলতে এমন সবর বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনো ধরনের অভিযোগ করা হয়নি।

বে সবর না হওয়ার হুকুম কুরআনের আলোকে :

পবিত্র কুরআনে ধৈর্য বা ছবরের প্রতি সীমাহীন গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এটি একটি মূল্যবান দ্বীনী ও চারিত্রিক গুণ। এটা মানব জীবনের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ। বৈষয়িক ও আভ্যন্তরীণ উন্নতি এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সফলতার জন্য এ গুণটি জরূরী। দ্বীনের বিজয় সাধন এবং দুনিয়ায় জাগরণ ও কামিয়াবী অর্জন ধৈর্যধারণ ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রে ছবর আবশ্যক। দুনিয়ায় সাফল্য হাছিল ও আখিরাতে পরিত্রাণ লাভ করতে দুনিয়াবী জীবনেই ধৈর্যধারণ করতে হবে। আশা-আকাংখা ও প্রত্যাশা পূরণে, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হাছিল এবং কর্মে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনে ধৈর্যধারণ অপরিহার্য। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে সে বিজয় লাভ করে। আর যে ধৈর্যহীন হয় সে কোন ক্ষেত্রেই সফল হ'তে পারে না। যেমন যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধা ধৈর্যধারণ না করলে বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হবে না।

পৃথিবীর প্রত্যেক কৃতকার্য ব্যক্তিই ধৈর্যের মাধ্যমে সফলতা লাভ করেছেন, প্রত্যাশা পূর্ণ করেছেন। তাঁরা তিক্ততা সহ্য করেছেন, শাস্তিকে বরণ করেছেন, কাঠিন্য ও কষ্টকর বিষয়কে সহজ মনে করেছেন, কণ্টকাকীর্ণ পথে চলেছেন, নখ দিয়ে পাথর খুড়েছেন, তাঁদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়েছে, অপবাদ আরোপ করা হয়েছে, রশি দ্বারা বাঁধা হয়েছে, শিকারী কুকুর লেলিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের গতিপথ বন্ধ করার জন্য, চলার পথ রুদ্ধ করার জন্য, মিশন থামানোর জন্য, কিন্তু কোন কিছুই তাঁরা পরোয়া করেননি। লক্ষ্য অর্জনে তাঁরা সম্মুখ পানে এগিয়ে চলেছেন অবিশ্রান্ত ও অক্লান্তভাবে দৃঢ়পদে, ধৈর্যের সাথে; কষ্ট-ক্লেশের দিকে তারা ভ্রূক্ষেপ করেননি। এই অপরিসীম সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য বিজয় মাল্য তাঁদের কণ্ঠে পরিয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানব জাতিকে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত নাযিল করেছেন। ছবরের গুরুত্বের কারণে তিনি পবিত্র কুরআনে ১০৪ জায়গায় বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ধৈর্যের কথা উল্লেখ করেছেন।"

১. (ক) মুমিনদের প্রতি ধৈর্যধারণের নির্দেশ:

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মুমিনদেরকে ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمْنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُو হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর, সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' (আলে ইমরান

৩/২০০)। তিনি আরো বলেন, وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِين 'তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন' (আনফাল ৮/৪৬)।
আল্লাহ তায়ালা বলেন,
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِين ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অবশ্যই তা যথেষ্ট কঠিন; কেবল বিনয়ী লোকেরা ব্যতীত' (বাক্বারাহ ২/৪৫)।

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ধৈর্যধারণের নির্দেশ:

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِين তুমি তোমার প্রতি প্রেরিত অহি-র অনুসরণ কর এবং ছবর কর, যতক্ষণ না আল্লাহ ফায়ছালা করেন। বস্তুতঃ তিনিই হ'লেন সর্বোত্তম ফায়ছালাকারী' (ইউনুস ১০/১০৯)। তিনি আরো বলেন, 'আর তুমি ছবর করবে। তোমার ছবর আল্লাহর জন্য ব্যতীত নয়, তাদের জন্য দুঃখ করবে না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবে না' (নাহল ১৬/১২৭)তিনি আরো বলেন, 'অতএব
-'অতএব তুমি ছবর কর, যেমন দৃঢ়চিত্ত রাসূলগণ ছবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে (বদদো'আয়) তড়িঘড়ি করবে না' (আহক্বাফ ৪৬/৩৫)। ১২১২
মিথ্যারোপকারীদের কথায় কান না দিয়ে সে ক্ষেত্রে তাঁকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

ولقد كدت رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوْذُوا حتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَإِ الْمُرْسَلِين পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। অতঃপর তাদের উপর মিথ্যারোপ ও নির্যাতন করা সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধারণ করেছে যতক্ষণ না তাদের কাছে আমাদের সাহায্য এসে পৌঁছে যায়। বস্তুতঃ আল্লাহর বাণী সমূহের পরিবর্তনকারী কেউ নেই। আর নিশ্চিতভাবে তোমার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনী এসে পৌঁছেছে' (আন'আম ৬/৩৪)।

২. বে সবর হতে নিষেধাজ্ঞা:স

পবিত্র কুরআনে ছবরের নির্দেশ দানের পাশাপাশি মহান আল্লাহ ধৈর্য বিরোধী কাজ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْأَدْبَار 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফিরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না' (আনফাল ৮/১৫)। তিনি আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্মসমূহ বিনষ্ট

করো না' (মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)। তিনি অন্যত্র বলেন, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِين "আর তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তান্বিত হয়ো না। মুমিন হ'লে তোমরাই হবে বিজয়ী' (আলে ইমরান ৩/১৩৯)।

হাদীছের আলোকে ধৈর্যের গুরুত্ব:

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الصبر صباء 'ছবর হ'ল জ্যোতি'। আলো যেমন মানুষের চলার পথকে আলোকিত করে, তেমনি ধৈর্য মানুষের জীবনকে আলোকিত ও জ্যোতির্ময় করে তোলে। পক্ষান্তরে আলোবিহীন অবস্থায় মানুষ যেমন পথ চলতে পারে না; চলতে গেলেও হোঁচট খায়। তেমনি ধৈর্যহীন মানুষ জীবনে চলার পথে বিভিন্ন সময় হোঁচট খায়। তাই মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা জরূরী। মুমিন বান্দা তার প্রতিটি কাজে ধৈর্যধারণের চেষ্টা করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ছবর করার তাওফীক দান করেন। যেমন হাদীছে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

ومن يتصرَ يُصْرَهُ الله وَمَا أُعْطِي أَحَدٌ عَطَاء خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْر.

'যে ব্যক্তি ছবর করতে চায়, আল্লাহ তাকে ছবর করার তাওফীক দান করেন। আর ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপকতর কল্যাণ কাউকে প্রদান করা হয়নি'। ১৪ অন্য হাদীছে এসেছে, ছুহাইব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ أَنْ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، وَإِن

أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه.

'মুমিনের ব্যাপারটি চমৎকার। তার সকল বিষয়ই তার জন্য কল্যাণকর। আনন্দের কিছু হ'লে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যা তার জন্য মঙ্গলজনক হয়। বিপদে পতিত হ'লে সে ধৈর্যধারণ করে, তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়'।" রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَ أَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - t সাথেই রয়েছে বিজয়। আর কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি'। এই বিজয় প্রকাশ্য ও
অপ্রকাশ্য শত্রু উভয়ের বিরুদ্ধে জিহাদকে শামিল করে। সুতরাং যে এ দুইয়ের বিরুদ্ধে ধৈর্যধারণ করে সে তার শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য ও বিজয় লাভ করে। আর যে ব্যক্তি এতদুভয়ের বিরুদ্ধে ধৈর্য ধরে না; বরং অধৈর্য হয়ে পড়ে সে পরাভূত হয় এবং সে শত্রুর বন্দী গোলামে পরিণত হয়

কিংবা তার দ্বারা নিহত হয়।"অপর একটি হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ)বলেছেন,

مَحْتُ لِلْمُؤْمِنِ أَنَّ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَقْضِ لَهُ قَضَاء إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَه،ُ

'মুমিনের জন্য আমি আশ্চর্যান্বিত হই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার জন্য যে ফায়ছালাই করেন তা তার জন্য মঙ্গলজনকই হয়'।"

আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ابْنَ آدَمَ إِن ِصَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّة আদম সন্তান! তুমি যদি (বিপদে) প্রথমেই ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহর কাছে নেকীর আশা কর, তাহ'লে আমি তোমার জন্য একমাত্র জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু। দানে সন্তুষ্ট নই'।

ধৈর্যের গুরুত্ব সম্পর্কে মনীষীগণের উক্তি:

১. হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, بالصبر أَدْرَكْنَاهُ عَيْسٍ خَيْرُ ধৈর্যের মাধ্যমেই আমরা উত্তম জীবন পেয়েছি'।

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, فإن استطعْتَ أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ بِالرِّضَا فِي الْيَقِينِ فَافْعَلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا

বিশ্বাস সহকারে সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহর ওয়াস্তে তোমার পক্ষে আমল করা সম্ভব হয়, তাহ'লে তুমি কর। আর যদি তুমি তাতে সমর্থ না হও, তাহ'লে অপসন্দনীয় বিষয়ে ধৈর্যধারণে অধিক কল্যাণ রয়েছে'।
হযরত আলী (রা:)বলেন,তুমি ধৈর্যধারন করলে তোমার উপর
তাকদীর বর্তাবে এবং তুমি নেকী লাভ করবে। পক্ষান্তরে ধৈর্যহারা হ'লেও তোমার উপর তাকদীর বর্তাবে অথচ তুমি গুনাহগার হবে'।

৪. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, الإِيمَانُ يُصْفَانِ يَصْفٌ فِي الصَّبْرِ وَيُصْف في الشك 'ঈমানের দু'টি অংশ রয়েছে। অর্ধেক ধৈর্যধারণে এবং অর্ধেক কৃতজ্ঞতা আপনে'। অন্য বর্ণনায় আছে, الشُّكْرُ نَصْفُ الْإِيْمَانِ وَالصَّبْرُ بَصْفُ الْإِيْمَانِ وَالْيَقِينُ إِسَانُ كُل 'শুকরিয়া জ্ঞাপন ঈমানের অর্ধেক এবং ধৈর্যধারণ ঈমানের অর্ধেক। আর ইয়াক্বীন বা দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল ঈমানের পূর্ণাংশ'।

৫. জনৈক ব্যক্তি হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি أذْكُرِ الله فِي السَّرَّاءِ يَذْكُرُكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الضَّرَّاء - আল্লাহকে স্মরণ কর, আল্লাহ বিপদের সময় তোমাকে স্মরণ করবেন'। তিনি আরও বলেন أُدْعُ الله فِي يَوْمِ سَرَّائِكَ لَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكَ فِي يَوْمِ ضَرَّائِك - 'তুমি সুখের সময় আল্লাহর নিকটে দো'আ কর, অবশ্যই তোমার বিপদে আল্লাহ তোমার ডাকে সাড়া দিবেন'।

৬. হাফেয ইবনুল কাইয়িম বলেন الصَّبْرُ مِنَ الْإِيْمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْحَسَدِ، وَلَ إِيْمَانَ لِمَنْ لا صَبْرَ لَهُ، كَمَا أَنَّهُ لَا حَسَدَ لِمَنْ لَا رَأْسَ لَه যেমন, ঈমানের ক্ষেত্রে ছবর তেমন। আর ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই, যার ধৈর্য নেই। যেমন ঐ ব্যক্তির দেহ নেই যার মাথা নেই'।

ধৈর্য্যের ক্ষেত্র:

ধৈর্যধারণ সাধারণভাবে তিনটি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

১. আল্লাহ-র আনুগত্যের উপর ধৈর্য।

২. গুনাহ ও পাপাচার থেকে বাঁচার উপর ধৈর্য।

৩. আল্লাহ-র ফয়সালার উপর ধৈর্য।

হারাবেন না

উপরোক্ত তিন প্রকার হলো ধৈর্যের মূল ক্ষেত্র। কিন্তু এ ছাড়া ধৈর্যের আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। এখানে ধৈর্যের মূল কিছু ক্ষেত্র উল্লেখ করা হবে, যেগুলোর সাথে মানুষের সম্পৃক্ততা বেশী।

খারাপ ধৈর্য:

খারাপ ধৈর্য মানে এমন কিছু ধৈর্য যা মানুষকে আল্লাহ, আল্লাহর ভালোবাসা এবং আল্লাহর ইচ্ছা থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। এই ধৈর্যগুলো খুবই নেতিবাচক। কেননা, এই ধৈর্যের কারণে একজন বান্দা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে না। এগুলো হলো সবচেয়ে

খারাপ ধরনের ধৈর্য। কেননা, এ ধৈর্যগুলো একজন মানুষকে তার মহান সৃষ্টিকর্তার বিষয়েই গাফেল করে ফেলে।

যে মানুষটি আল্লাহকে ভয় পায় না কিংবা আল্লাহর ইচ্ছাকে পরোয়া করে না, তার মতো বেপরোয়া আর কেউ হয় না। এরকম মানুষের চোখ, কান বা জিহ্বব্যা অন্য সবার চেয়ে বেশি অনিষ্টকর হয়। ফলে সে আর ভালো কথাকে গ্রহণ করতে পারে না। ভালো দৃশ্যকে অবলোকন করতে পারে না। এমনকী সুন্দর কোনো কল্পনা করার ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলে। সে তার সীমিত পরিসরের মধ্যেই আটকে থাকে।

হযরত সাহল বিন সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একদিন আমি রাসুলের (সা.) পাশেই ছিলাম। তিনি আমাদের সামনে জান্নাতকে চমৎকারভাবে বর্ণনা করছিলেন। আলোচনাটির শেষে এসে জান্নাত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'জান্নাতে এরকম কিছু নেয়ামত আছে যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কান কোনো দিন শুনেনি এমনকি তা মানুষের কল্পনা ও চিন্তারও করেনি।

উত্তম ধৈর্য:

উত্তম ধৈর্য দুই ধরনের হতে পারে। প্রথমত, আল্লাহর জন্য ধৈর্যধারণ করা আর দ্বিতীয়ত, সেই ধৈর্য, যা ধারণ করতে স্বয়ং আল্লাহ সাহায্য করেন।

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

"আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন এবং সম্মুখপানে দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হওয়ার সময় আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন।" (সুরা আত তুর: আয়াত ৪৮)

আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া এই ধরনের উত্তম ধৈর্যধারণ করা কখনোই সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন,

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ

"আপনি সবর করবেন। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এ সবর দিতে পারে না। আপনার সবর শুধু আল্লাহর জন্যই। তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না।" (সুরা আন নাহল: আয়াত ১২৭)
এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া এ ধরনের প্রক্ষিত ধৈর্যধারণ করা আদৌ সম্ভব নয়। আরেকটি বিষয়ও এখান থেকে পরিষ্কার রে আর তা হলো, আল্লাহর সাহায্য ছাড়াও এ ধরনের উন্নত ধৈর্যধারণে চাই গ্রাহর সাহচর্য ও নৈকট্য।
আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার সম্পর্কে আমার বান্দার ধারণা মোতাবেক আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে আমি তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি। যদি সে আমাকে মজলিসে স্মরণ করে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম মজলিসে স্মরণ করি। যদি সে আমার নিকট এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার নিকট একহাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার নিকট একহাত অগ্রসর হয় আমি তার নিকট এক বাহু অগ্রসর হই। যদি সে আমার নিকট হেঁটে আসে আমি তার নিকট যাই দ্রুত'।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি ও ইবন মাজাহ। হাদিসে কুদসি ২৪)

এখানে আল্লাহ বান্দার সাথে থাকেন কথাটির মানে হলো, তিনি বান্দার অবস্থা জানেন এবং বান্দাকে সাহায্য সহযোগিতা করেন। আল্লাহর নেয়ামত বা সাহায্য সহযোগিতা বলতে শুধু যদি রিজিকের কথা বলা হয়, তাহলে সেই রিজিক কিন্তু বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলেই পায়। এখানে মুমিনের জন্য সাহায্য বলতে আল্লাহ তাআলা বাড়তি কিছু বুঝিয়েছেন। সেই বাড়তি বিষয়টাই হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভ। একজন মুমিন বান্দা নফল ইবাদত করার মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসায় সিক্ত হতে পারেন। যখন কোনো বান্দা নিজেকে আল্লাহর নেয়ামত ও ভালোবাসা পাওয়ার জন্য উপযুক্ত হিসেবে তৈরি করতে পারে তখন আল্লাহ তাআলা সেই বান্দার এতটাই কাছে চলে আসেন যে, তিনি বান্দার শারীরিক অঙ্গে পরিণত ন।

"আমার বান্দা নফল দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে; অবশেষে আমি তাকে মহব্বত করি। আমি যখন তাকে মহব্বত করি তখন আমি তার কানে পরিণত হই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। তার চোখে পরিণত হই যা দিয়ে সে দেখে। তার হাতে পরিণত হই, যা দ্বারা সে ধরে। তার পায়ে পরিণত হই, যা দ্বারা সে হাঁটে। যদি সে আমার নিকট চায় আমি তাকে অবশ্যই দেব, যদি সে আমার নিকট পানাহ চায় আমি তাকে অবশ্যই পানাহ দেব। আমার করণীয় কোনো কাজে আমি দ্বিধা করি না।

যেমন দ্বিধা করি মুমিনের নফসের সময়, সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আছি। তার কষ্টকে অপছন্দ করি'।" (বুখারী, হাদিসে কুদসি ৪৪)

উল্লেখ্য, এই হাদিসের মাধ্যমে এটা বোঝানো হচ্ছে না যে, আল্লাহ তাআলা তার বান্দার শরীরের অঙ্গ পরিণত হয়ে যায়। বরং এর অর্থ এই যে, তখন আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইরে সে লোক আর চলতে পারে না। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই তার সন্তুষ্টিতে পরিণত হয়ে যায়।
আর এই অবস্থায় না পৌঁছা পর্যন্ত কোনো বান্দা উন্নত মানের এ ধৈর্যধারণ করতে পারেন না। বান্দা যত বেশি আল্লাহর নৈকট্য পায় তার পক্ষে এ ধৈর্যধারণ ততটা সহজ হয়। সত্যিকারের মুত্তাকী এমন উঁচুমানের ধৈর্যধারণ করতে পারেন, যা সাধারণ মুসলমানদের পক্ষে রীতিমতো অসম্ভব। আর যারাই উত্তম ধৈর্যধারণ করে, তাদের জন্য আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাত- উভয় ক্ষেত্রেই সফলতা নির্ধারণ করে রেখেছেন। যেমনটা আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথেই আছেন।" (সুরা বাকারা: আয়াত ১৫৩)@

ধৈর্য-সংক্রান্ত কিছু আয়াত ও হাদিস:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদানগণ! ধৈর্যধারণ করো এবং মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।"

(সুরা ইমরান: আয়াত ২০০)

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين.

"অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে ধৈর্যধারণকারীদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।"

(সুরা আল বাকারা: আয়াত ১৫৫)

يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

"হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা ধৈর্যধারণকারী, তারাই অগণিত পুরস্কার পায়।"

(সুরা আয যুমার: আয়াত ১০)

ولمن صبر وتحفز إن ذالك لمن عزم الأمور "অবশ্যই যে সবর করে ও ক্ষমা করে নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।"

(সুরা আশ-শুরা: আয়াত ৪৩)

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةَ إِنَّ الله مع الصابرين "হে মুমিনগণ। তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"

(সুরা আল বাকারা: আয়াত ১৫৩)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না আমি সংগ্রামকারীদেরকে এবং ধৈর্যশীলদেরকে যাচাই না করি।"

(সুরা আল মুহাম্মাদ: আয়াত ৩১)

فاضير صبرا جميلا

"অতএব, আপনি উত্তম সবর করুন।"

(সুরা আল মাআরিজ: আয়াত ৫)

واصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ

"আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহর ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না।"

(সুরা আন নাহল: আয়াত ১২৭)

ধৈর্য-সংক্রান্ত হাদিস:

১. আবু ইয়াহয়া সুহাইব ইবনু সিনান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং তার সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর দুঃখ পৌঁছলে সে ধৈর্যধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।" (মুসলিম ২৯৯৯, আহমাদ ১৮৪৫৫, ১৮৪৬০, ২৩৪০৬, ২৩৪১২, দারেমী ২৭৭৭)

২. আবু হুরাইরাহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার মু'মিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত অন্য কোনো পুরস্কার নেই, যখন আমি তার দুনিয়ার প্রিয়তম কাউকে কেড়ে নিই এবং সে সওয়াবের নিয়তে সবর করে।" (সহীহুল বুখারী ১২৮৩, মুসলিম ৯২৬, তিরমিযী ৯৮৮, নাসায়ী ১৮৬৯, আবূ দাউদ৩১২৪, ইবনু মাজাহ ১৫৯৬, আহমাদ ১১৯০৮, ১২০৪৯, ১২৮৬০)

৩. আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয়তম দুটি জিনিস দ্বারা অর্থাৎ চক্ষু থেকে বঞ্চিত করে পরীক্ষা করি এবং সে সবর করে আমি তাকে এ দুটির বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করব'।" (সহীহুল বুখারী ৫৬৫৩, তিরমিযী ২৪০০, আহমাদ ১২০৫৯, ১২১৮৫, ১৩৬০৭)

৪. আবু কাবশা আল আনমারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, "তিনটি বিষয়ের উপর আমি শপথ করছি এবং তোমাদের কাছে একটি হাদিস

বর্ণনা করছি, তোমরা তা মুখস্থ করে রাখ। তিনি বলেন, উক্ত তিনটি বিষয় হলো (১) সাদকা করলে কোন বান্দার সম্পদ কমে না। (২) কোনো বান্দার উপর জুলুম করা হলে সে যদি ধৈর্যধারণ করে, তবে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। (৩) যখনই কোন বান্দা ভিক্ষার দরজা খুলে দেবে তখনই আল্লাহ তার জন্য অভাবের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবেন।" (সহিহ তারগিব ওয়াত তাহরিব/ইখলাস/১৬)

. আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি আল্লাহর রাসুল (সা.)-কে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁকে বললেন যে, "এটা আযাব: আল্লাহ তাআলা যার প্রতি ইচ্ছা করেন এটা প্রেরণ করেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা একে মুমিনদের জন্য রহমত বানিয়ে দিলেন। এখন যে ব্যক্তি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হবে এবং সে নিজ দেশে ধৈর্য সহকারে নেকির নিয়াক্তি প্রেস্থান করবে, সে জানবে যে, তাকে তা-ই পৌঁছবে যা আল্লাহ তাআলা তার জন্য লিখে দিয়েছেন, তাহলে সে ব্যক্তির জন্য শহিদের মতো পুরস্কালা রয়েছে।" (সহীহুল বুখারী ৩৪৭৪, ৫৭৩৪, ৬৬১৯ আহমাদ ২৩৮৩৭, ২৪৬৮৬, ২৫৬০৮)

৬. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, "যখন আল্লাহ তাঁর বান্দার মঙ্গল চান, তখন তিনি তাকে তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে পাপের শাস্তি দিয়ে দেন। আর যখন আল্লাহ তাঁর বান্দার অমঙ্গল চান, তখন তিনি তাকে শাস্তিদানে বিরত থাকেন। পরিশেষে কিয়ামতের দিন তাকে পুরোপুরি শাস্তি দেবেন।" নবিজি (সা.) আরো বলেন, "বড় পরীক্ষার বড় প্রতিদান রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তার পরীক্ষা নেন। ফলে তাতে যে সন্তুষ্ট (ধৈর্য) প্রকাশ করবে, তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যে আল্লাহর পরীক্ষায় অসন্তুষ্ট হবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।" (মুসলিম ২৩৯৬, ইবনু মাজাহ ৪০৩১)

৭. উকবা ইবনে আমার (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যার তিনটি কন্যাসন্তান আছে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে এবং তাদেরকে যথাসাধ্য উত্তম পোশাকাদি দেয়, তারা তার জন্য দোযখ থেকে রক্ষাকারী প্রতিবন্ধক হবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

৮. আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি নিজের প্রয়োজনের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট অভিযোগ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, "হে আবু সাঈদ! ধৈর্য ধরো। কারণ, আমাকে যে ভালোবাসে তার কাছে অভাব-অনটন ঐরূপ দ্রুত গতিতে আসবে, যেরূপ পানির

স্রোত উঁচু উপত্যকা থেকে এবং পাহাড়ের উঁচু জায়গা থেকে নিচের দিকে দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হয়।" (আহমদ **১১৩৭৯**, সিঃ সহীহাহ ২৮২৮নং)

৯. আবু উমামা থেকে বর্ণিত, নবি (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে বনি আদম, যদি তুমি ধৈর্যধারণ করো ও প্রথম দুঃখের সময় অধৈর্য না

জগতের মুসিবতের উপর ধৈর্য্য:

এই ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানায় কষ্ট-ক্লেশ ছাড়া কেউ কখনো সফলতার উঁচু পাহাড়ে উঠতে পারেনি, আর কেউ পারবেও না। আসলে দুঃখের পরেই সুখ আসে। তবে তার এ দুঃখ ও কষ্টটা সারাজীবন তার গলাতেই ঝুলে থাকবে, এমনটা নয়; বরং কিছুদিন মালিকের পক্ষ থেকে তার বান্দার উপর পরীক্ষামূলক থাকবে এবং বান্দা পরীক্ষায় পাশ করলেই আল্লাহ আবার উঠিয়ে নিবেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।"৫৬

অর্থাৎ মানবকে কষ্ট, বালা-মুসিবতের মধ্যেই সৃষ্টি করেছি। এই জগত সংসারে তার গলায় পরতে হবে হাজারো কষ্টের মালা।

জীবনে দুঃখ আসবে। তাই সেই দুঃখের মাঝে ঘাবড়ানো যাবে না। ধৈর্যধারণ করতে হবে। আল্লাহ-র প্রতি আস্থা রাখতে হবে এই বলে যে এগুলো হচ্ছে আল্লাহ-র পক্ষ থেকে পরীক্ষা। আল্লাহ মুমিনদেরকে বিভিন্ন দুঃখ ও কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করার আদেশ করেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ

وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.

"অবশ্যই আমি তোমাদেরকে কিছুটা ভয়, ক্ষুধা ও জান এবং মালকে বিনষ্ট করার মাধ্যমে পরীক্ষা করব। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যধারণকারীদের।"

প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার উপর ধৈর্যধারণ:

আল্লাহ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার উপর ধৈর্যধারণ করতে আসেন করেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে

يا أيها الذين آمنوا لا تلوكم أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عن ذكر الله

"হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেমন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।
আব্দুর রহমান ইবনু আওফ এ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা সদি এ-এর সাথে যে কোন বিপদে আক্রান্ত হলেই ধৈর্যধারণ করেছি। অতঃপর আমাদের সুখ-সমৃদ্ধির মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে, কিন্তু আমরা তাতে ধৈর্যধারণ করতে পারিনি (আমরা অনেকে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ফেলেছি)।

পৃথিবির কিছু মানুষ এমন আছে যাদেরকে জেল-হাজতে পাঠালে তারা তাতে ধৈর্যধারণ করে, কিন্তু এরপরে যখন ঐ ব্যক্তিকেই ধন-সম্পদ, সন্তানাদি, সুখ-সমৃদ্ধে ডুবিয়ে পরীক্ষা করা হয়; তখন সে আর ধৈর্যধারণ করতে পারে না। সে অধৈর্য হয়ে ব্যর্থ হয়। জগতের সব মানবই ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে একই ধরণের। তাই তো কবি আবৃত্তি করেছেন-

বালা-মুসিবতে করতে পারে ধৈর্য যদিও কাফের ও মুমিন হয়। তবে সুখ-সমৃদ্ধিতে করে ধৈর্য এতে সিদ্দিক-ই কেবল রয়।

প্রবৃত্তির উপর ধৈর্যধারণ করতে চাইলে কয়েকটি কাজ করতে হবে:

১. মনোবাসনা ও প্রবৃত্তি পূরণের জন্য নিজেকে একদম ডুবিয়ে দিবো না।

২. হৃদয়ের চাহিদাকে খুঁজে পেতে যথার্থ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করবো না। পৃথিবির অনেক লোক আছে যারা নিজেদের চাহিদা মোতাবেক সম্পদ জোগাতে সভা, গ্রিটিং ও বিভিন্ন কনফারেন্সে এতই ব্যস্ত থাকে যে, আল্লাহ -র বিধানটুকু পালন করার সময় খুজে পায় না। আবার অনেক চাকুরিজীবি আছে যারা উন্নত চাকুরি করতে গিয়ে হাজারো কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকে, তখন মালিকের কলমে দুটো সিজদা দিতেও সময় মিলে না। ধীরে-ধীরে তারা আমল থেকে দূরে থাকতে-থাকতে এক সময় একেবারেই আল্লাহবিমুখ হয়ে যায়। যেমন ব্রিটেনে ইংরেজি চাকুরিজীবিদের অবস্থা। তাদের নিয়ম হলো চাকুরিজীবিরা সপ্তাহে ছয়দিনই ব্যাংকে চাকুরি করবে এবং সপ্তাহে কেবল একদিন মন্দিরে বা মসজিদে ইবাদত করতে পারবে। (আমাদের দেশেও তেমনি সপ্তাহে কেবল শুক্রবার পুরো মসজিদ মুসল্লিদের মাধ্যমে টইটুম্বুর থাকে আর পরে এসব মুসল্লিদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আল্লাহ আমাদেরকে তার প্রতিটি বিধান সময় মতো পালন করার তাওফিক দান করুন।)

৩. আল্লাহ-র হুকুকগুলো আদায়ের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা; যেমন সদকা, ফিতরা প্রভৃতি।

৪. হারাম কাজে ব্যয় না করা। তাহলেই ইনশাআল্লাহ ধৈর্যধারণ করা সহজ হয়ে যাবে।

ধৈর্যধারণের আরো ক্ষেত্র:

আর সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের দিকে একেবারেই নিমজ্জিত না হওয়া। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى.

"আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোকদেরকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে সব উপকরণধৈর্য হারাবেন না।আর

দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেয়া রিজিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।
দুনিয়ার সম্পদ তোমাকে পরীক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছে এজন্য যে, আসলেই কি তুমি এগুলোকে নিয়ামত মনে করো কিনা? নাকি অধৈর্য হয়ে সম্পদের প্রাচুর্যতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে মালিককে ভুলে যাও! আর পৃথিবিতে হাজারো প্রাচনের দল আছে, যারা অনেক সম্পদ অর্জন করেও তাতে ক্ষ্যান্ত থাকে না বরং আরো চাই, আরো চাই করে। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ.

"অতঃপর কারুন জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো। যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো তারা বলতে লাগলো, হায়! কারুন যা প্রাপ্ত হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেয়া হতো।"(সুরা কাসাস)

আর অনেক সাহাবায়ে কেরাম আছেন, যারা অর্জিত সম্পদকে আল্লাহ -র রাস্তায় ব্যয় করেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে তাদের কথা আল্লাহ ইরশাদ করেন-

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ.

"তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি। তাতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। বরং তারা বোঝে না।"৬৩

তালিবে ইলম জীবনে ধৈর্যধারণ করা:

তালিবে ইলম জীবনে ধৈর্যধারণ করা হলো ধৈর্যের বড় ক্ষেত্র। ইলমে জ্বীন অর্জন করতে হলে বুকে থাকতে হবে ধৈর্যের পাহাড়, হতে হবে ইস্পাত লোহার মতো দৃঢ় ও শক্ত। অসীম দুঃখ-বেদনাকে বুকে লালন করেই হতে

হবে অনেক বড়। ছুঁতে হবে ইলমের হিমালয়। যদি বুকে এমন স্বপ্ন লালন না করা যায়, তাহলে ইলমের ভূবন কখনোই পৌঁছা যাবে না, ফোটা যাবে না ইলমে নববির ফুটন্ত ফুল হয়ে খিজির এ মুসা এ-কে ইলম শিক্ষা করতে হলে ধৈর্যধারণের বিষয়ে পর থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.

“তিনি (খিজির) বললেন, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। তাছাড়া যে বিষয় আপনার আওতাধীন নয়, তা দেখে আপনি কিভাবে ধৈর্যধারণ করবেন?"

উত্তরে মুসা বললেন, জ্বী আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব। আমি হাজারে কষ্ট বুকে লালন করে আপনার থেকে ইলম শিখব। আমি একটুও অধৈর্ধ্ব হবো না। আপনি আমাকে ইলম শিক্ষা দিন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا.

"অতঃপর সে (মুসা) বললো, আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য করবো না।"

এ প্রকার ধৈর্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে মুফতি হওয়ার পূর্বে ফতোয়া না দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা। আর শিক্ষকেরও ধৈর্যধারণ করতে হবে ছাত্রকে সবক ইত্যাদি বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে।

যুক্তিবোধ ও ধর্মীয় চেতনাকে যেভাবে সংহত করা যায়

যুক্তিবোধ ও ধর্মীয় চেতনার সাথে মানুষের খেয়াল-খুশির যে সংঘাত, তা মোকাবিলায় আমাদের হাতে বেশ কিছু শক্তিশালী অস্ত্র রয়েছে। যেমন:

আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্মরণ করা:

১. আমাদের উচিত সবসময় আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্মরণ করা। সবসময় এটাও ভাবতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা এতটাই ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী যে, তার সাথে অন্যায় করা খুবই কঠিন। কেননা তিনি সবই দেখতে পান, সবই শুনতে পান। যে ব্যক্তি সর্বাবস্থায় আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বকে অনুধাবন করে, সে কখনোই অন্যায় কাজ করতে পারে না। শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ এ প্রসঙ্গে খুব চমৎকার একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "আপনি কখনোই গুনাহকে ছোট বা বড়ো হিসেবে দেখবেন না। বরং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতাকে বড়ো করে দেখবেন আর ভাববেন, কীভাবে তার মতো ক্ষমতাবান এক সত্তাকে অসন্তুষ্ট করে আপনি অপরাধ করতে যাচ্ছেন।"

২. আমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করি, তাহলে আমাদের কখনোই তাঁর আনুগত্য করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। ধৈর্যের গুণগতমান যেভাবে বৃদ্ধি করবেন:

ভালোবাসার দাবি হিসেবেই একজন মানুষ আল্লাহর প্রতি অনুগত হয়। এ ভালোবাসার জন্যই একজন মানুষ অন্যায় করা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে। আবার যারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করে তারাও আল্লাহকে ভালোবাসে বলেই তাঁর ইবাদত করতে পারে। আল্লাহকে ভালোবেসে তাঁর আনুগত্য করা কিংবা খারাপ কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা আর আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তাঁর আনুগত্য করা বা পাপ থেকে বিরত থাকার মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কেননা, একটি কাজ হয় ভালোবাসার অনুভূতি থেকে আর আরেকটা আসে শাস্তি পাওয়ার ভয় থেকে।

৩. আমাদের উচিত প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত নিয়ে ভাবা। একজন ভালো মানুষ কখনোই সেই সত্তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে না, যে সত্তা তার প্রতি সর্বদা দয়া করে যায়। আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের কথা ভাবলে আমরা বুঝতে পারবো যে, যেকোনো অবস্থাতেই আমাদের পক্ষে আল্লাহর হুকুমের পক্ষে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ পাক এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

"যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুনে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, বড়ই অকৃতজ্ঞ।" (সুরা আল ইবরাহীম: আয়াত ১৪)

ধৈর্যশীলদের সম্মান:

সুরা রা'দের এক স্থানে সেসমস্ত বান্দার বিশেষ গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার সবিশেষ আশির্বাদ বর্ষিত হবে। এ প্রসঙ্গে সেসব বান্দার একটি বিশেষ অবস্থা এ-ও বর্ণনা করা হয়েছে,

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

'আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষায় যেসব লোক (সর্বপ্রকার অমনোপূত ও কঠোর অবস্থায়ও) ধৈর্যধারণ করেছে।' (সুরা রা'দ: আয়াত ২২)

ধৈর্যশীলদের পারলৌকিক পরিণতি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছেধৈর্য। জান্নাতে যাওয়ার পথ

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ، سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ

فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

"আর হ্যাঁ, (জান্নাতে) তাদের ঘরের প্রত্যেক দরজা দিয়ে ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে তাদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এবং বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম। কারণ, পৃথিবীতে তোমরা সবরকে নিজেদের আদর্শ করে নিয়েছিলে। কতই না উত্তম আখেরাতের এ ঠিকানা।" (সুরা রা'দ: আয়াত ২৩-২৪)

সুরা আল ইমরানে জান্নাতবাসী বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম তাদের সবর গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, বলা হচ্ছে,

لصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ

"আর ধৈর্যশীল, সত্যভাষী এবং আল্লাহ তাআলার অনুগত।" (সুরা আল ইমরান: আয়াত ১৭)

কেউ যদি সবরের মাধ্যমে নিজেদের অন্তরকে সুদৃঢ় করে এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তা সাথে সাথে কবুল করেন। কুরআন বলছে, আল্লাহর সেসব বান্দা নিজেদের অন্তরকে সুদৃঢ় করেছে এবং অতঃপর আল্লাহ তাআলার কাছে ধৈর্য ও দৃঢ়তা এবং বিজয় ও কৃতকার্যতার জন্য দুআ প্রার্থনা জানিয়েছে। তারা নিবেদন করল,

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের সবর দ্বারা সমৃদ্ধ করো, আমাদের দৃঢ় করো এবং কাফের দলের ওপর আমাদের বিজয় অর্জনে সহায়তা করো।" (সুরা বাকারাহ: আয়াত ২৫০)

এ সবরের পরিণতি উল্লিখিত দুআর পরেই পাশাপাশি বলা হয়েছে,

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ

নাল্লাহর আনুগত্য না করলে আল্লাহর অসন্তোষের শিকারও হতে বে

১

. আমাদের সবসময় আল্লাহ তাআলার রাগ ও শাস্তির ভয়ে ভীত থাকতে হবে। যে ব্যক্তি ক্রমাগতভাবে ভুল করে যায় আল্লাহ তার প্রতি নারাজ হন। আর আল্লাহ তাআলার ক্রোধের ভয়ংকর পরিণতি থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। আর এক্ষেত্রে মানুষ অনেক বেশি অসহায়।

২. আমাদেরকে আরো মনে রাখতে হবে যে, যারা নিজেদের ইচ্ছা ও খেয়াল- খুশিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে- তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উত্তম পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর সেক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর বিশেষ নেয়ামতের কথাও স্মরণ রাখতে পারি। আল কুরআনে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছেন, "নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" (সুরা বাকারা: আয়াত ১৫৩)৩. আমাদের সবসময় এ ভাবনা লালন করতে হবে যে, আমরা শয়তানকে পরাজিত করব এবং বার বার শয়তানের চক্রান্তের বিরুদ্ধে জয়ী হব। কেননা, আমরা যদি শয়তানের প্ররোচনা এবং নিজেদের খেয়াল-খুশির উপর জয় পাই তাহলেই আমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুত পুরস্কার পেতে পারি। শয়তানকে পরাজিত করাই বিরাট প্রাপ্তি। আর তার উপর আল্লাহর পুরস্কার হলো দ্বিগুণ প্রাপ্তি।

অধ্যায়-৮: ধৈর্যের গুণগতমান যেভাবে বৃদ্ধি করবেন

সবসময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করা:

১. আমাদেরকে সর্বাবস্থায় মৃত্যুর কথা তো কোরতে হবে। মৃত্যু যেকোনো সময় আমাদের উপর নেমে আসতে পারে। কোনো ধরনের পূর্বাভাস ছাড়াই আমরা মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়তে পারি।

২. আমাদেরকে এও মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীতে আমাদের জীবনের। মেয়াদ কতটা সীমিত। কেউই চায় না যে, এ পৃথিবীতে তার যাবতীয় মেজ্জানগুলো খারাপ কাজ দিয়েই পরিপূর্ণ থাকুক। কেবল সেই মানুষটি এভাবে চাইতে পারে, যার কোনো আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য নেই। যার অন্তর এরই মধ্যে মারা গেছে এবং যে পরকালের বিষয়ে উদাসীন। এ জাতীয় মানুষেরা পরবর্তীতে তার এই অসৎ ও অপ্রয়োজনীয় আমল নিয়ে অনুতপ্ত

হবে। কিন্তু তখন আর এই অনুতপ্ত করা কোনো কাজে আসবে না। বরং তাকে তখন তার প্রাপ্য শাস্তি পেতেই হবে। শুধু পাপী ব্যক্তি নয়, এমনকী পুণ্যবান ব্যক্তিরাও পরকালে এই ভেবে আফসোস করবে, ইশ। আমি কেন এত সামান্য নেক আমল করলাম? কেন আরো বেশি করতে পারিনি? ৩. আমাদেরকে জানতে হবে যে পার্থিব এ জীবনে আল্লাহ তাআলা মূলত আমাদেরকে পরীক্ষা করছেন, যা সাময়িকভাবে মৃত্যুর মাধ্যমে থেমে যাবে। এখানে তিনি আমাদেরকে সম্মান দিয়েছেন আবার সাথে আছে প্রতি পদে পদে অপমানিত হওয়ার ভয়। এ পৃথিবীতে আমাদের জীবনের নানা

ক্ষণে ভয়, আশঙ্কা আর আতঙ্কের চাপে কাবু হতে হয়। এখানে সুখ-স্বস্তি

আছে, তবে কষ্ট আর অস্বস্তিও কম নয়।

৪. অধিকাংশ মানুষ গোমরাহির মধ্যে ডুবে থাকায় তারা সহজ জীবন বেছে নিতে চায়। তারা এ পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনেই সুখ, শান্তি আর ক্ষমতার স্বাদ আস্বাদন করতে চায়। কিন্তু চাইলেও বেশিরভাগই তা পায় না। সেই সুখেরও দেখা পায় না। তারা অত্যন্ত স্বল্প মেয়াদের জন্য সুখ উপভোগ করতে পারে যা নিমিষেই হারিয়ে যায়। রাসুল (সা.) আমাদেরকে অবশ্য অনন্ত জীবনের সুখ উপভোগের দিকেই আহ্বান করে গেছেন। যারা তার ডাকে সাড়া দেবে, তারা এই পৃথিবীতেও অনেক রাজা-বাদশাহর চেয়ে ভালো জীবন উপভোগ করতে পারবে। তারাই প্রকৃত সম্পদশালী। আর এ কারণেই সত্যিকারের মুমিন বান্দাদেরকে শয়তান সবসময়ই হিংসা করে যায়।

ঈমান হারানোর আশঙ্কা করা:

আমাদেরকে এটাও মনে রাখতে হবে, যে মানুষটি ক্রমাগত গুনাহ করে যায় সে প্রকৃতপক্ষে তার দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই হারায়। সেই সাথে ক্রমাগতভাবে অন্যায় করার কারণে আমাদের ঈমান হারিয়ে ফেলার আশঙ্কাও দেখা দিতে পারে। মনে রাখতে হবে, এই পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে এক ফোঁটা ঈমানও অনেক বেশি দামি। তাই কোনোভাবেই জাগতিক সামান্য মোহের লোভে ঈমানের মতো এত মূল্যবান বিষয়কে হারানোর কোনো মানেই হয় না।

রাসুল (সা.) বলেছেন, "কোনো ব্যভিচারকারী একইসঙ্গে ঈমানদার ও ব্যভিচারী হতে পারে না। যে মুহূর্তে সে এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত হয় তখনই তার ঈমানটাও চলে যায়।" (সহিহ আল বুখারী)

আমরা এ পর্যন্ত যা বললাম তা মোটেও যথেষ্ট নয়। আমরা মূলত এতটা বয়ান দিচ্ছি নিজেদেরকে সংশোধন করার জন্য এবং প্রত্যাশিত লক্ষ্য পূরণের জন্য। আর এমনটা করতে হলে সব ধরনের খারাপ অভ্যাস ও চর্চাকে স্থগিত করতে হবে। কোনো ধরনের বাজে চর্চা বা অভ্যাস যেন আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ না পায়। কেননা, এসব অনিষ্টকর অভ্যাসই আমাদেরকে প্রকৃত সফলতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আমরা ফিতনা এবং প্ররোচণার আকর্ষণ থেকে তখনই মুক্তি পাবো যখন আমরা নেককার বান্দাদের সংস্পর্শে বেশি সময় কাটাতে পারব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।" (সুরা আত তাওবাহ: আয়াত ১১৯)

নিজেকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার প্রধান কৌশল হলো সেই উৎস বা উপসর্গ থেকে দূরে থাকা, যেগুলো আমাদেরকে খারাপ কাজের দিকে টেনে নিয়ে যায়। শয়তান কম বেশি সবাইকেই ধোঁকা দিতে পারে। কিন্তু সেই সব ব্যক্তিদেরকে শয়তান সহজে ঠকাতে পারে না, যারা শয়তানের এ কৌশলগুলো ধরে ফেলতে পারে।

শয়তানের একটি জনপ্রিয় কৌশল হলো, সে আমাদের সামনে নিরেট খারাপ কাজের ভেতরেও কিছু ভালো বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। তখন আমরা ভালো বৈশিষ্ট্যটি দেখে সেই খারাপ কাজটির সান্নিধ্যে চলে যাই। বিভিন্ন খারাপ কাজে

সম্পৃক্ত মানুষদেরকেও শয়তান নানাভাবে আমাদের সামনে মহৎ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করে। আমরা তখন সেই সব ব্যক্তিরও ভক্ত হয়ে যাই। এভাবে খারাপ কাজ ও অপকর্মকারী ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে নিয়ে শয়তান একটা সময় চূড়ান্ত খেলাটি খেলে। তখনই আমরা তার ফাঁদে পড়ে যাই এবং নিজের অজান্তে বা অবচেতনভাবে সেই খারাপ কাজটি করতে শুরু করি।

শয়তানের আরেকটি কৌশল হলো, নানা ধরনের যুক্তি ও বিচার বুদ্ধি দিয়ে সে একটি বাজে কাজকে জায়েজ করার চেষ্টা করে। ফলে এমনও হয় যে, আমরা একটি অনিষ্টকর কাজকে ইতিপূর্বে যতটা এবং যেভাবে ঘৃণা করতাম, আস্তে আস্তে সেই ঘৃণার পরিমাণ কমতে থাকে। আমরা সেই পাপগুলোর ব্যাপারে সহনশীল হয়ে যাই। আগে যে পাপগুলোর সাথে সহাবস্থান করার কথা ভাবতেও পারতাম না, একসময় সেই পাপগুলো আমাদের গা সওয়া হয়ে যায়। এভাবে আরো কিছুটা সময় চলে যাওয়ার পর আমরা পুরোপুরি শয়তানের জিম্মায় চলে যাই। কয়েক বছর আগে যে কাজটিকে সচেতনভাবে ঘৃণা করতাম, আজ হয়তো সেই কাজটি আমরা নিজেরাই অহরহ করতে পারি।

আল্লাহকে ভালোবাসলে ধৈর্যধারণ শিখতেই হবে:

আমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করি, তাহলে ধৈর্যধারণের মতো একটি গুণাবলি আমাদেরকে অর্জন করতেই হবে। আমাদের ধৈর্যের মাত্রা ও পরিমাণই নির্দেশ করবে যে আমরা আল্লাহকে কতটা ভালোবাসি। বিশেষ করে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এবং দুঃসহ অবস্থায় কে কতটা ধৈর্যধারণ করতে পারে, আল্লাহর ওপর কতটা ভরসা রাখতে পারে- তার মধ্য দিয়েই আল্লাহর প্রতি আমাদের একনিষ্ঠতা এবং ভালোবাসার যথার্থতা প্রমাণ হয়।

আমাদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করে। কিন্তু যখনই আল্লাহ কোনো সমস্যায় ফেলেন, পরীক্ষায় অবতীর্ণ করেন, তখনই সেই ভালোবাসার জোরটি প্রকাশ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে তারাই আল্লাহকে সত্যিকারার্থে ভালোবাসার দাবি করতে পারেন, যারা যেকোনো অবস্থায় ধৈর্য ধরে রাখতে পারেন। যারা প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য পোষণ করতে পারেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে নবি মুহাম্মাদকে (সা.) উদ্দেশ্য করে বলেন,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, এতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদেরকে পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু।" (সুরা আল ইমরান: আয়াত ৩১)

পরীক্ষায় না পড়লে বান্দার ধৈর্য বোঝা যায় না আবার আল্লাহর প্রতি তার আস্থাও প্রমাণিত হয় না। আল্লাহকে তিনি সত্যিকারেই ভালোবাসেয়নি সর্বাবস্থায় বিশেষ করে সংকটকালীন মুহূর্তে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারেন। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদেরকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের কাতারে শামিল করেছেন। হযরত আইয়ুব (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন,

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

"আমি তাকে পেলাম সবরকারী। চমৎকার বান্দা সে। নিশ্চয় সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল।" (সুরা ছোয়াদ: আয়াত ৪৪)

আল্লাহ তাআলা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বান্দার জন্যেও প্রত্যাবর্তন অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়াটাকেই চূড়ান্ত ফয়সালা হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাই আমাদেরকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফয়সালা মেনে নেওয়ার মতো ধৈর্যের অনুশীলন করতে হবে।

রবের কাছে দুআর উপর ধৈর্যধারণ

আজকাল মানুষেরা দুআর উপর ধৈর্যধারণ করতে অধৈর্য হয়ে পড়ছে। অথচ দুআর উপর ধৈর্যধারণ করা হলো ধৈর্যের বিশেষ ক্ষেত্র। তাই তো দ্বীন থেকে তারা ধীরে-ধীরে সরে যাচ্ছে, আর এ দূরত্বটা তাকে অনেক বড় গুনাহ ও পাপ করতে বাঁধা দেয় না।

হযরত নূহ প্রায় সাড়ে নয়শত বছর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে, তবুও সে মালিকের দরবারে শুধু দুআ করতেন ও ধৈর্যধারণ করতেন। তিনি অধৈর্য হয়ে দোয়া করাকে ছেড়ে দেননি। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا.

"সে বলল-হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি, কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নই বৃদ্ধি করেছে।"৬৪

দু'আর ক্ষেত্রে কষ্ট কেবল দেহে নয় বরং মনেও ধৈর্যধারণ করবে অর্থাৎ মনে কোনো আক্ষেপ করবে না। আর শত্রুর পক্ষ থেকে যত বদদোয়া আসুক না কেন তাতেও কোনো পরোয়া করবে না। তখনও মুমিন বান্দা ধৈর্য হারাবেন না। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.ِ

"অবশ্যই ধন-সম্পদ ও জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে। আর তোমরা আহলে কিতাব কাফিরদের কাছ থেকে অনেক বড় অশোভন উক্তি শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং পরহেযগারী অবলম্বন করো, তবে তা তোমাদের একান্ত সৎ সাহসের ব্যাপার।"না
অর্থাৎ শত্রুদের পক্ষ থেকে যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হবে তখন পলায়ন করো না বরং ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ

وَيَعْلَمَ الصَّابِرِين.َ

"তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল।"৭১

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ

الشَّاكِرِين.َ

"আর মুহাম্মাদ একজন রাসুল ছাড়া আর বৈ কিছু না। তার পূর্বেও অনেক রাসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন তাহলে কি পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত

কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন। "

তালিবে ইলমের বে সবর না হওয়া :

তালিবে ইলম জীবনে ধৈর্যধারণ করা হলো ধৈর্যের বড় ক্ষেত্র। ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হলে বুকে থাকতে হবে ধৈর্যের পাহাড়, হতে হবে ইস্পাত লোহার মতো দৃঢ় ও শক্ত। অসীম দুঃখ-বেদনাকে বুকে লালন করেই হতে
হবে অনেক বড়। ছুঁতে হবে ইলমের হিমালয়। পৌঁছতে হবে কাঙ্ক্ষিত স্থানখিলে। যদি বুকে এমন স্বপ্ন লালন না করা যায়, তাহলে ইলমের ভুবনে মানমিছে পৌঁছা যাবে না, ফোটা যাবে না ইলমে নববির ফুটন্ত ফুল হয়ে। কামড়েন মুসা -কে ইলম শিক্ষা করতে হলে ধৈর্যধারণের বিষয়ে পূর্বে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে।

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.

"তিনি (খিজির) বললেন, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। তাছাড়া যে বিষয় আপনার আওতাধীন নয়, তা দেখে আপনি কিভাবে ধৈর্যধারণ করবেন?"

উত্তরে মুসা বললেন, জ্বী আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব। আমি হাজারো কষ্ট বুকে লালন করে আপনার থেকে ইলম শিখব। আমি একটুও অধৈর্য হবো না। আপনি আমাকে ইলম শিক্ষা দিন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا.

"অতঃপর সে (মুসা) বললো, আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য করবো না।"

এ প্রকার ধৈর্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে মুফতি হওয়ার পূর্বে ফতোয়া না দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা। আর শিক্ষকেরও ধৈর্যধারণ করতে হবে ছাত্রকে সবক ইত্যাদি বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে।

ধৈর্যশীলতা অর্জনের উপায়:

(ক) সাধারণ উপায় সমূহ:

এখানে কিছু বিষয় উল্লেখ করা হবে, যা ধৈর্যশীলতা অর্জনে সহায়তা করবে এবং আত্মাকে এ ব্যাপারে অভ্যস্ত করে তুলবে। যেমন-

১.দুনিয়াবী জীবনের প্রকৃতি অবগত হওয়া: মানুষ যখন জানবে যে, পার্থিব জীবন কণস্থায়ী এবং পৃথিবী সুখ-শান্তির ভোগ-বিলাসের স্থান নয়, বরং এটা পরীক্ষা ও কষ্ট-ক্লেশ ভোগের জায়গা তখন সে ধৈর্য ধারণে সচেষ্ট হবে। মহান আল্লাহ বলেন,
لقد علم الإنسان في "নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি শ্রম নির্ভররূপে' (বালাদ৯০/৪)

২. উত্তম প্রতিদানের দৃঢ় বিশ্বাস রাখা: বান্দা যদি অবগত হয় যে, ধৈর্যশীলদের

উনা মহান আল্লাহর নিকটে উত্তম প্রতিদান অপেক্ষা করছে, তাহ'লে নিঃসন্দেহে তারা ধৈর্যশীলতা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়ের উপরে সন্তুষ্ট إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب অগণিত পুরস্কার দেওয়া হবে' (যুমার ৩৯/১০)।

৩. নিজেকে চেনা: আল্লাহ মানুষকে জীবন দান করেছেন, তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তাকে গোপন ও প্রকাশ্য নে'মত সমূহ দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন। এভাবে বান্দা নিজেকে চিনতে পারলে, সে প্রতিপালকের উপর আস্থা স্থাপনে সচেষ্ট হবে।

৪. দুঃখ-কষ্ট লাঘবের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হওয়া: সর্বদা এ বিশ্বাস রাখা যে, কষ্টের পরে স্বস্তি রয়েছে। অভাব-অনটনের পরে সচ্ছলতা রয়েছে। কেননা আল্লাহ এসবের ওয়াদা করেছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ধৈর্যশীল বান্দাদের থেকে দুঃখ-কষ্ট লাঘবের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা-

(ক) তিনি অসচ্ছলতার পরে সচ্ছলতা, অশান্তির পরে শান্তির ওয়াদা করেছেন।

যেমন তিনি বলেন, سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسرٍ يسرا 'আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি')তালাক ৬৫/৭)। তিনি আরো বলেন, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে' (ইনশিরাহ ৯৪/৫-৬)।

(খ) শেষ পরিণতি ও পরকালে ফলাফল উত্তম হওয়ার প্রতিশ্রুতি। মানব জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরকাল। আল্লাহ বলেন, فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ সুতরাং ধৈর্যধারণ কর, শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য' (হূদ ১১/৪৯)।

(গ) ছুটে যাওয়া বা হাতছাড়া হওয়া জিনিসের উত্তম প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ
অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দিব। আর আখিরাতের পুরস্কারই তো শ্রেষ্ঠ। তারা যদি তা জানত। আর তারা হ'ল সেই সব লোক, যারা ধৈর্যধারণ করে ও তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' (নাহল ১৬/৪১-৪২)। 60

৫. আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা:

যখন বান্দা স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করে, তাঁর করুণার আশ্রয় কামনা করে, তখন সে অন্তরে এক অভাবনীয় প্রশান্তি অনুভব করে এবং তার অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ নিরাপত্তা লাভ করে। আল্লাহ বলেন, اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا আল্লাহর সাহায্য কামনা কর এবং ধৈর্য অবলম্বন কর' (আ'রাফ ৭/১২৮)।

৬. ধৈর্যশীল সূরীদের জীবনচরিত থেকে উপদেশ গ্রহণ করা:

মানুষ ধৈর্যশীলদের জীবনী সম্পর্কে চিন্তা করলে এবং তারা যে বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছেন, যেসব পরীক্ষায় পতিত হয়েছেন, এসব জানলে তারা ধৈর্যধারণ করতে পারবে। তাদের অন্তরে বিপদ-মুছীবতে নিপতিত হয়ে হতাশার যে কালো মেঘ ছায়া ফেলেছে, তা বিদূরিত হবে। এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে নবী-রাসূলগণ ও সৎকর্মশীল মুমিন বান্দাদের যে ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে, তা জানলে ফিতনার সম্মুখীন হ'লেও অন্তরে স্থিরতা ও প্রশান্তি ফিরে আসবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا يُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করছি যদ্বারা আমরা তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি, এর মাধ্যমে তোমার নিকট এসেছে সত্য এবং মুমিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধানবাণী' (হূদ ১১/১২০)।

৭. তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা:

মুসলমানদের নিশ্চিতভাবে একথা জানা উচিত যে, আল্লাহ প্রত্যেকের ভাগ্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা বাস্তবায়িত হবেই, তা রোধের কোন উপায় নেই। কলম শুকিয়ে গেছে, দফতরও গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ما أصاب

مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ، لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُ

محال مضو পৃথিবীতে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে 61 ৬১ আমরা এটা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহর পক্ষে তা খুবই সহজ। এটা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেকে দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ পসন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীকে' (হাদীদ ৫৭/২২-২০) মা

আর বান্দা যখন ঈমানের সাথে ধৈর্যধারণ করে এবং ছওয়াবের আশা করে, তখন তাকদীরের বিষয় বাস্তবায়িত হয় এবং সে ছওয়াব লাভ করে।

৮. বিপদ-মুছীবতকে তুচ্ছ জ্ঞান করা:

বিপদ-মুছীবতকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং এতে মুষড়ে না পড়া ধৈর্য ধারণের অন্যতম সহায়ক শক্তি। যেমন রাসূল (ছাঃ) ব ي يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيْمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أصيب بمصيبة فليتعر بمصيبته في عَنِ الْمُصِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِغَيْرِى فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِى أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي

কোন লোকের উপর অথবা কোন মুমিন ব্যক্তির উপর কোন বিপদ আসলে সে যেন অপরের উপর আপতিত বিপদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে, বরং আমার উপর আপতিত বিপদের কথা স্মরণ করে সান্ত্বনা লাভ করে। কেননা আমার পরে আমার কোন উম্মতের উপর, আমার বিপদের তুলনায় কঠিন বিপদ আপতিত হবে না'।

৯. ধৈর্য ধারণে বাধা দানকারী বিষয় থেকে সতর্ক থাকা:

ছবর অবলম্বনে কতিপয় প্রতিবন্ধক

প্রতিটি ভাল কাজের কোন না কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতা থাকে। যার ফলে মুমিন ঐ উত্তম কাজ সম্পাদনে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ছবরের ক্ষেত্রেও এমন কিছু বিষয় আছে, যা মানুষকে ধৈর্য ধারণে বাধাগ্রস্ত করে। ছবর অবলম্বনে উল্লেখযোগ্য কতিপয় প্রতিবন্ধক হচ্ছে-

১. ক্ষিপ্রতা : মানুষ স্বভাবতই ক্ষিপ্রতাপ্রবণ। আল্লাহ তাকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ, শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব।এভাবেই সৃষ্টি করেছেন।

সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ, শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব।

(ইবনু মাজাহ হা/১৫৯৯;)

বে সবর না হওয়ায় দৃষ্টান্ত:

সহিষ্ণুতার যে ইতিহাস রচিত মারছে, তা সবার জন্য স্মরণীয় ও অনুকরণীয়। নিম্নে ধৈর্যশীল মানুষদের কতিপয় ঘটনা বিবৃত হ'ল।

(ক) নবী-রাসূলগণের দৃষ্টান্ত:

১. মানব জাতির আদি পিতা আদম (আঃ)-এর দু'পুত্র হাবীল ও কাবীলের ঘটনা সর্বজনবিদিত। আদম (আঃ)-এর প্রথম ও জ্যেষ্ঠ সন্তান কাবীল স্রেফ হিংসার বশবর্তী হয়ে ছোট ভাই হাবীলকে হত্যা করে। কুরআন মাজীদে বর্ণিত ঘটনা অনুযায়ী দু'ভাই আল্লাহর নামে কুরবানী করে। হাবীলের কুরবানী কবুল হয়; কাবীলেরটা প্রত্যাখ্যাত হয়। সেকালে কুরবানী কবুল হওয়া মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপার ছিল। ছোট ভাইয়ের কুরবানী কবুল হয়েছে এ কারণে হিংসার বশে কাবীল স্বীয় ছোট ভাই হাবীলকে হত্যা করে। এক্ষেত্রে হাবীল ধৈর্যধারণ করেন। ফলে তিনি

আজো পৃথিবীর সকল যুগের সকল মানুষের কাছে নন্দিত ও প্রশংসিত হয়ে আছেন। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত ঘটনা সূরা মায়েদার ২৭-৩১ আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে।

২. মানব জাতির দ্বিতীয় পিতাখ্যাত পৃথিবীর প্রথম রাসূল নূহ (আঃ) ইরাকে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি শিরকে নিমজ্জিত তাঁর কওমকে ৯৫০ বছর যাবৎ সীমাহীন কষ্ট-ধৈর্য

সহ্য করে, অপরিসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে দিন-রাত আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় সে দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে। এ সম্পর্কে সূরা নূহ-এ বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হয়েছে।

৩. নমরূদ কর্তৃক জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যার মর্মান্তিক শাস্তি হাসিমুখে বরণ, নিজ জন্মভূমি ছেড়ে কেন'আনে হিজরত, বৃদ্ধ বয়সের নয়নমণি শিশুপুত্র ইসমাঈল ও স্ত্রী হাজেরাকে মক্কার নির্জন ভূমিতে নির্বাসন ও পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করার মত জীবনের অসংখ্য কঠিন পরীক্ষায় ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং একনিষ্ঠতার মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

৪. ইসমাঈল (আঃ) পিতার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালনে সহযোগী হয়ে নিজেকে তীক্ষ্ণধার ছুরির নিচে সমর্পণ করেন। মাত্র চৌদ্দ বছরের তরুণের ত্যাগের এই বিস্ময়কর ইতিহাস আজো স্মরণীয় হয়ে আছে। তার এই ধৈর্য ধারণের দৃষ্টান্ত সকলের জন্য অনুকরণীয়। এছাড়া পিতার নির্দেশে নিজের প্রথমা স্ত্রী পরিহার ছিল আরেক পরীক্ষা। ছবরের মাধ্যমে তিনি সেটাও পালনে সক্ষম হন।

ইসমাঈল (আঃ) সহ অন্যান্য নবীদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ

وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذا الكفل كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ - وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِين ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলের কথা স্মরণ কর, তারা প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল। আমরা তাদেরকে আমাদের রহমতপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলাম। তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত' (আম্বিয়া ২১/৮৫-৮৬)।

৫. ইয়াকুব (আঃ) প্রথমে পুত্র ইউসুফ ও পরে বেনিয়ামীনকে হারিয়ে অশেষ মনোকষ্ট ও মর্মপীড়া ভোগ করেন। তিনি প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়কে হারিয়ে অনুপম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেন। তাঁর অতুলনীয় ছবরের দৃষ্টান্ত আজো মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। এ কাহিনী পবিত্র কুরআনের সূরা ইউসুফে সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে।

৬. ইউসুফ (আঃ) স্বীয় ভাইদের দ্বারা গভীর অরণ্যের মধ্যস্থিত কুয়ায় নিক্ষিপ্ত হন। আযীযে মিসরের স্ত্রী যুলায়খার মিথ্যা অপবাদের কারণে বিনা দোষে ৭ বছর কারা নির্যাতন সহ্য করেন। এসব ক্ষেত্রে অসীম ধৈর্যের পরিচয় দেন তিনি। এমনকি মিসরের অর্থ মন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে প্রাণঘাতি

সেই ভাইদের হাতের মুঠোয় পেয়েও কোন প্রতিশোধ নেননি; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দেন ও ধৈর্যধারণ করেন।

৭. বিপদে ধৈর্য ধারণের ক্ষেত্রে আইয়ুব (আঃ)-এর ধৈর্যশীলতা লোক সমাজে প্রচলিত প্রবাদের ন্যায় হয়ে আছে। তাঁকে আল্লাহ কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন।
আল্লাহ আইয়ুবকে 'ভবরকারী' ও 'সুন্দর বান্দা' হিসাবে প্রশংসা করেন (ছোয়াদ ৩৮/৪৪)।

৮. মূসা (আঃ) তাঁর আমলের শক্তিধর সম্রাট ফেরাউনের নিপীড়ন ও বনু ইসরাঈলের মুসা (আহঠকারিতায় ধৈর্যধারণ করেন। জীবন নাশের ভয় উপেক্ষা করে তিনি অবাধ্যতাও সাওয়াত দিয়েছেন। মাদায়েনে ধৈর্যের সাথে ১০ বছর শ্রম দিয়ে স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করেছেন। এরপর অবাধ্য জাতি বনু ইসরাঈলকে সুপথে আনয়নের জন্য তিনি আমরণ প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন। মূসা (আঃ)-এর উপমা إن في ذلك لآيات لكل صبار تور ঠ মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নির্দশনাবলী রয়েছে' (ইবরাহীম ১৪/৫)।

৯. জালুতের সাথে যুদ্ধের সময় তালুতের বাহিনী যে ধৈর্যধারণ করেছিল তাদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হ'ল তখন বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। যে সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার লোক নয়। আর যে ব্যক্তি তার স্বাদ গ্রহণ করল না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য পানি খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন তা পার হ'ল এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালুত ও তাঁর সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হ'তে হবে, তারা বার বার বলতে লাগল, কত ক্ষুদ্র দল বিরাট দলের মোকাবিলায় বিজয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন' (বাক্বারাহ ২/২৪৯)।

১০. ঈসা (আঃ) তার উম্মতের অবাধ্যতা ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করেন। তারা তাকে আল্লাহর পুত্র বলে। তিনি তার প্রতিবাদ করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু তারা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে, তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নেন।

৯৮. মুসলিম হা/৯১৮: মিশকাত হা/১৬১৮।

রাসূল (ছাঃ)-এর ধৈর্যশীলতার দৃষ্টান্ত:

(ক) রাসূযুল্লাহ (সা)-এর মাঝে সকল প্রকার সবরের সমাবেশ ঘটেছিল। বিপদ- মুছীবতে বা পরীক্ষায়, পাপাচার ও গোনাহ পরিহারে এবং আল্লাহর আনুগত্যে তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন। সকল প্রকার পরীক্ষার তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন। যেমন:

(১) তিনি প্রথমে ইয়াতীম ছিলেন। (২) শৈশবে মেষ চরিয়েছেন। (৩) তাকে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দেওয়ার পর থেকে তিনি দিবা-রাত্রি মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। (৪) তাঁর তিনটি পুত্র সন্তানের সরাই মৃত্যুবরণ করেছে। (৫) মিনি নবুওয়াতের ঘোষণা দেওয়ার পর আবু লাহাবের নির্দেশে তার দু'পুত্র উদয়া ও উতায়বা রাসূল কন্যা রুকাইয়া ও উম্মু কুলসুমকে তালাক দেয়। (৬) তাঁর সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী খাদীজা মৃত্যুবরণ করেন।

সম্মানের ব্যাপারেও রাসূল (ছাঃ)-কে পরীক্ষা করা হয়। (৭) স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-এর উপর অপবাদ আরোপ করে রাসূলকে কই দেওয়া হয়। আগুন ছাড়াই তাঁর জীবনে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করা হয়। এভাবে তাঁর ধৈর্যের পরীক্ষা দেওয়া হয়।

তাঁকে শারীরিকভাবেও নির্যাতন করা হয়। (৮) কা'বার পাদদেশে সিজদারত দেখে কাফেররা তাঁর উপরে উটের ভুঁড়ি চাপিয়ে দেয়। (৯) কুরাইশদের দেওয়া কষ্টে তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। তারা তাঁকে বিভিন্ন গালি দিয়েছে। তাঁর জন্য অতি বড় কষ্টদায়ক ছিল মিথ্যাবাদীর অপবাদ দিয়ে তাঁর সততাকে কালিমালিপ্ত করা। পাগলের অপবাদ দিয়ে তাঁর অফুরন্ত জ্ঞানের বিষয়কে অস্বীকার করা। খিয়ানতের অপবাদ দিয়ে তাঁর আমানতদারীকে কালিমা লিপ্ত করা। কবি, যাদুকর, উন্মাদ বলে তাঁর ঈমানকে তিরস্কার করা। অথচ তিনি ছিলেন সততা, ন্যায়পরয়ণতা, ঈমান ও তাক্বওয়ার বিশেষণে বিশেষিত, অপরিসীম জ্ঞানসম্পন্ন একজন পরিপূর্ণ মানুষ। (১০) কুরায়েশরা তাঁকে পদে পদে বাধা দিয়েছে। তাঁকে স্বীয় জন্মভূমি থেকে বের

করে দিয়েছে। তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'স্মরণ কর, যখন কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী

করার জন্য, হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার জন্য। তারা চক্রান্ত করে এবং আল্লাহও কৌশল করেন; আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী' (আন'ফাল ৮/৩০)।

(১১) তাঁর ছাহাবীদেরকে শাস্তি দিয়েছে, তাঁদের অনেককে হত্যা করেছে। অনেককে তাঁর সম্মুখেই হত্যা করা হয়েছে। (১২) দ্বীনের ব্যাপারে তায়েফে দাওয়াত দিতে গেলে তাঁর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়। এজন্য তিনি বলেন, 'অবশ্যই আল্লাহর পথে আমাকে যতটা নির্যাতন করা হয়েছে, অপর কাউকে সেরূপ নির্যাতন করা হয়নি এবং আমাকে আল্লাহর পথে যতটা ভীত করা হয়েছে, অপর কাউকে তা করা হয়নি।

আমার ও বিলালের উপর দিয়ে (হিজরতের সময় ছওর গিরিগুহায়) তিন তিনটি রাত এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বিলালের বগলের নিচে গোপনে রাখা সামান্য খাদ্য ছাড়া এমন কোন খাদ্য ছিল না, যা কোন প্রাণী খেতে পারে।

১৩. মদীনায় হিজরতের পরে মুনাফিকরার করেছে অনেক কষ্ট দিয়েছে। যেমন ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। এমনকি তাঁকে হত্যার জন্য বিষমিশ্রিত গোশত পরিবেশন করেছে। মাথার ওপর পাথর ফেলে হত্যার পরিকল্পনা করেছে। (১৪) ক্ষুধা-দারিদ্র্যের কষ্ট তিনি সহ্য করেছেন। এমনকি ক্ষুধার তীব্রতায় তাঁর পেটে দু'টি পাথর বাঁধতে হয়েছে। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়েছে তার বাঁড়তে চুলা জ্বলেনি। (১৫) জীবনের শেষের দিকে কষ্টের কারণে তিনি বসে ছালাত আদায় করেছেন। (১৬) জ্বরের তীব্রতায় তিনি প্রকম্পিত হয়েছেন। এরপরেতে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহর প্রশংসায় বলেন, لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى আপনার প্রশংসার হিসাব করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি নিজে আপনার যেরূপ প্রশংসা বর্ণনা করেছেন আপনি ঠিক তদ্রূপ'। এজন্য আল্লাহ রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كان يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا আখেরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' (আহযাব ৩৩/২১)।

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ধৈর্য সম্পর্কে অপর একটি হাদীছে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছু সংখ্যক লোককে হুনাইনের যুদ্ধে গনীমতের মালের অংশ অধিক দিয়েছিলেন (অমুসলিমদের খুশি করার জন্য)। আকরা ইবনু হাবিসকে তিনি একশত উট এবং উয়াইনা ইবনু হিছনকেও সমানসংখ্যক উট প্রদান করেছিলেন। আর আরবের সম্ভ্রান্ত লোকদেরকেও অধিক দিয়েছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্র শপথ! এই ভাগে সুবিচার করা হয়নি এবং এতে আল্লাহ্ সন্তুষ্টির নিয়ত করা হয়নি। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমি এই খবর অবশ্যই দিব। কাজেই আমি তাঁর কাছে এসে তাঁকে উক্ত লোকের মন্তব্য জানালাম। তাতে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডের বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে লাল বর্ণ ধারণ

করল। তিনি বললেন, আল্লাহ তার রাসুল সুবিচার না করেন, তাহ'লে আর কে সুবিচার করবে? তারপর তিনি বললেন, মুসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ রহম করুন। তাঁকে তো এর চেয়ে অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছে। তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। মনে মনে আমি বললাম, এরপর তাঁর কাছে আমি আর এমন কোন কথা পৌছাব না।

ভাই আবদুল্লাহ খাব্বাব ইবনুল আরিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর কাছে (মক্কার কাফিরদের শত্রুতার ব্যাপারে) আমরা অভিযোগ করলাম। তখন তিনি তাঁর মাখার নীচে একটি চাদর রেখে কা'বার ছায়ায় শুয়েছিলেন। আমরা বললাম, আমাদের জন্য আপনি কি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন না এবং আমাদের জন্য কি দো'আ করবেন না? তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বেও খুলে মানুষকে ধরে এনে মাটিতে গর্ত করে তাতে পুঁতে দেয়া হ'ত। আবার কারো মাথার উপর করাত রেখে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হ'ত, লোহার চিরুনি দ্বারা কারো শরীরের গোশত হাড় থেকে আঁচড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করা হ'ত। তবুও তাকে কোন কিছুই তার দ্বীন ত্যাগ করাতে পারেনি। আল্লাহর কসম! তিনি এই দ্বীনকে পূর্ণ করবেনই। এমনকি একজন আরোহী সেই সময় ছান'আ থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে। কিন্তু তার নিজের মেষপালের জন্য নেকড়ে ব্যতীত আর কিছুরই ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা বড় তাড়াহুড়া করছো'।

উসামাহ বিন যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর কন্যা (যায়নাব) তাঁর নিকট লোক পাঠালেন যে, আমার এক পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমদের নিকট আসুন। তিনি বলে পাঠালেন, (তাঁকে) সালাম দিবে এবং বলবে, ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى . إن لله ما أسد وله . , 'আল্লাহরই অধিকারে যা কিছু তিনি নিয়ে যান আর তাঁরই অধিকারে যা

কিছু তিনি দান করেন। তাঁর নিকট সকল কিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। কাজেই তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং ছওয়াবের আকাংখা কর'। তখন তিনি তাঁর কাছে কসম দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আগমন করেন। তখন তিনি দণ্ডায়মান হ'লেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন সা'দ ইবনু উবাদাহ, মু'আয ইবনু জাবাল, উবাই ইবনু কা'ব, যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন। তখন শিশুটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে তুলে দেয়া হ'ল। তখন সে ছটফট করছিল। বর্ণনাকারী
বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি এ কথা বলেছিলেন, যেন তার শ্বাস মশকের মত (শব্দ হচ্ছিল)। আর নবী করীম (ছাঃ)-এর দু'চক্ষু বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সা'দ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল

(ছাঃ)! একি? তিনি বললেন, 'এ হচ্ছে রহমত, যা আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন। আর আল্লাহ তো তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন'।

হান্নাদ ইবনুস সারী (রাঃ) ও ইবনে তাকে তুলে বাইবেলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হান্নাদের মৃত্যু উপস্থিত হ'লে তিনি তাকে নিয়ে নিজ বুকের সাথে জড়িয়ে মোলেন, তারপর নিজের হাত তার উপর রাখলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনেই তার মৃত্যু হ'ল। তাতে উম্মে আয়মান (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন। রাসুলুল্লাহ (ছাই) তাকে বলেন, হে উম্মে আয়মান! তুমি কাঁদছ, অথচ আল্লাহর রাসূল তোমার সামনে উপস্থিত! তিনি বলেন, আমি কেন কাঁদব না যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং কাঁদছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি কাঁদছি না, বরং তা অন্তরের প্রকৃতিগত মায়া-মমতা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুমিন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় ভাল থাকে। তার পার্শ্বদ্বয় থেকে তার রূহ বের করা হয়, অথচ তখনও সে মহামহিম আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকে।

১০১. বুখারী হা/৩১৫০: মুসলিম হা/১০৬২।

১০২, বুখারী হা/৩৬১৬, ৩৮৫২, ৬৯৪৩।

১৯৯, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ হা/১৫১, মিশকাত হা/৫২৫৩, সনদ ছহীহ।

১০০, মুসলিম হা/৪৮৬: মিশকাত হা/৮৯৩।

ফেরেশতাদের ধৈর্য:

ফেরেশতাদেরকে নিজেদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ভিত্তিতে চলতে দেওয়া হয় না। নিজেদের জ্ঞান বা যুক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু করার অবকাশও তারা পান না। আমরা যেভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকি, এই বিষয়টা যেমন আমাদের জন্য স্বাভাবিক। ঠিক একইভাবে তাদের নিয়মিত বা প্রাত্যহিক কাজ একটাই আর তা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য করা। নিরন্তরভাবে আল্লাহর ইবাদত করে যাওয়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনে এই প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন,

لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন, তারা তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তারা তা-ই করে।" (সুরা আত তাহরীম: আয়াত ৬)

এ কারণে ফেরেশতাদেরকে ধৈর্যধারণ করতে হয় না। কেননা ধৈর্য ধরার প্রশ্ন তখনই আসে যখন কাউকে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয় কিংবা ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার চেয়ে ধর্ম ও যুক্তিকে বেশি অগ্রাধিকার দিতে হয়। এ জাতীয় বাস্তবতায় ধৈর্যধারণ করা ছাড়া স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা যায় না। ফেরেশতাদেরকে হয়তো কিছু সময়ে ধৈর্য ধরতে হয় যেগুলো তাদের সাথে সংগতিপূর্ণ।

মানুষের ধৈর্যধারণ:

যদি কোনো মানুষের ধৈর্য তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা খেয়াল-খুশির চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয় তাহলে তার আচরণ রীতিমতো ফেরেশতাদের মতো হয়ে যায়। কিন্তু যদি মানুষের খেয়াল-খুশির প্রকটতা এত বেশি হয় তাহলে মানুষ আর প্রাণীর মাঝে কোনো তফাৎ থাকে না।

একটি শিশুর তখনই খাওয়ার ইচ্ছা জাগে যখন তার ক্ষুধা লাগে বা সে খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এরপর সে এমন একটা বয়সে পৌঁছায় যখন সে তার চাহিদা প্রকাশ করতে বরে তবে সেই চাহিদা পূরণ করার মতো অবস্থা বা সামর্থ্য তার থাকে না। তারপর এখন সে আরেকটু পরিণত হয়, খেলাধুলা করার মতো অবস্থা হয়, তখন ধীরে ধীরে তার নিজস্ব চাহিদা গড়ে উঠতে

শুরু করে। আর যখন তার যৌনতা সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, প্রথমবারের মতো সে বুঝতে পারে, তাকে ধৈর্য ধরতে হবে। ধৈর্যকে তখন থেকেই সে চিনতে ও বুঝতে শুরু করে।

একইসঙ্গে, এই বয়স থেকেই একজন মানুষের নিজস্ব চিন্তা করার ক্ষমতা ও বোধ তৈরি হয়। বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে, যখন তার একটু একটু করে ভালো-মন্দ চেনার ক্ষমতা হয়, তখন মূলত সে তার নিজের স্বার্থটিকেই অগ্রাধিকার দেয়। সে মনে করে, তার স্বার্থে যা ভালো চূড়ান্তভাবে সেটাই সবার জন্য ভালো।

এই ধরনের সংকীর্ণ চিন্তাধারা একজন মানুষের মধ্যে ততদিন থাকে, যতদিন না আল্লাহ তাকে হেদায়েত করেন। হেদায়েতের সন্ধান পাওয়ার পরই একজন মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিয়ে চিন্তা করতে পারে। কোন কাজের কী পরিণতি তা সে বুঝতে পারে। ফলে ভবিষ্যতের দীর্ঘ সংগ্রামের জন্যেও সে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।

:

জিনদের ধৈর্য্য :

মানুষের মতো জিনেরও ধৈর্য ধরার অবকাশ রয়েছে। কেননা, মানুষের মতো তাদেরকেও একদিন তাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাই আল্লাহর প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষকে যেমন ধৈর্যধারণ করতে হয়, ঠিক তেমনি জিনকেও নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরতে হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি মানুষ ও জিনকে আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সুরা আয যারিয়াত: আয়াত ৫৬)

কেউ কেউ এ প্রশ্নও তুলতে পারে, জিনদেরকে আমাদের মতো করেই দায়বদ্ধ থাকতে হবে, দায়িত্বও নিতে হবে? নাকি অন্য কোনো উপায়ে? আবেগ ও অনুভূতির জায়গা থেকে জিনকে ঠিক সেভাবেই জবাবদিহি করতে হবে, যেভাবেই মানুষকে করতে হয়। কেননা, জিনদেরকেও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও ঘৃণা সংরক্ষণ করার মতো ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে

পারে। আবার ঈমানদার বা বিশ্বাসী বান্দার সাথে তারা শত্রুতাও করতে পারে। তবে শারীরিক বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন অযু, গোসল, নিজেকে পাক রাখা এবং সুন্নাতে খাৎনার মতো বিষয়গুলোতে আমাদের সাথে জিনদের পার্থক্য রয়েছে। তাদেরকে সেভাবেই দায়িত্ব পালন করতে সৃষ্টি করা হয়েছে।

সালাফের ধৈর্য্য :

তারা অসুস্থ অবস্থায় ও আমল করতেন।

হাসান বলেন, 'রাতে জ্বর আসলে সাহাবিগণ সে জ্বরের বিনিময়ে বিগত গুনাহসমূহের কাফফারা কামনা করতেন।'

ইবরাহিম আন-নাখয়ি বলেন, 'সাহাবিগণ অসুস্থ ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর সময় কষ্ট পাওয়া পছন্দ করতেন। '

সাহাবিগণ বলতেন, 'মুমিনের সর্বশেষ কষ্ট হলো মৃত্যুর যন্ত্রণা।

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস -এর ব্যাপারে খ্যাতি ছিল যে, তাঁর দুআ কবুল হয়। তো তাঁর চোখে রোগ দেখা দিলে লোকজন তাঁকে বলল, 'আপনি যদি নিজের চোখের সুস্থতা চেয়ে দুআ করতেন!' তিনি উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ তাআলা আমার কাছে আমার চোখের চেয়ে অধিক প্রিয়। '

আল্লাহ তাআলার যথাযথ শান ও মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। সুলাইমান আত-তাইমি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বান্দার ওপর অনুগ্রহ করেন তাঁর সক্ষমতা অনুযায়ী এবং বান্দার জন্য শোকর আবশ্যক করেন বান্দার সক্ষমতা অনুযায়ী।'

বিপদগ্রস্ত লোকের সান্ত্বনা লাভের আরেকটি উপায় হলো, সে গভীর দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করবে এবং বিশ্বাস করবে যে, দুনিয়ার যা বিস্বাদ, তা-ই আখিরাতে স্বাদ-আহ্লাদে পরিণত হবে। আল্লাহ তাআলা এটিকে পরিবর্তন করে দেবেন। আর দুনিয়ার স্বাদ-আহ্লাদ আখিরাতে বিস্বাদে পরিণত হবে। আর কিছু সময়ের বিশ্বাদের তুলনায় স্থায়ী স্বাদ-অহ্লোদ উত্তম। যদি এরপরেও বিষয়টি অস্পষ্ট লাগে, তবে সত্যবাদী নবি মুহাম্মাদ -এর হাদিসটি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ো-

২০৪. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৩৭

২০৫. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৯৮

২০৬. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃষ্ঠা নং ৪

২০৭. কিতাবুশ শোকর, পৃষ্ঠা নং ১১

সবর মুমিনের সাফল্যের সোপানعلى الجنة بالتكار، وحسب النار بالشهوات

'জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে অপছন্দনীয় জিনিস দিয়ে আর জাহান্নামকে ঢেকে রাখা হয়েছে কামনা-বাসনা দিয়ে।'

প্রশান্তি লাভের আরেকটি উপায় হলো, বিপদগ্রস্ত লোকটি সবর করবে, প্রতিদান কামনা করবে এবং আল্লাহর দিকে ঝুঁকবে। এই আশায় যে, আল্লাহ তাআলাই তার জন্য যথেষ্ট হবেন এবং তার মুসিবতের বিনিময় দান করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাকে ব্যর্থ করবেন না। বরং তাকে বিনিময় দান করবেন। কারণ একমাত্র আল্লাহর নিয়ামত ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুরই বিনিময় রয়েছে। যেমন বলা হয়-

من كل شي و إذا ضيعته عوض ، وما من الله إن ضيعته عوض

'যেকোনো জিনিস তুমি বিনষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা নিয়ামত, যা তুমি বিনষ্ট করেছ, তার কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।'

বরং তাকে মনে করতে হবে যে, মুসিবতের এ অংশটি আল্লাহ তাআলা তার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে এতে সন্তুষ্ট, তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি। আর যে এতে অসন্তুষ্ট, তার জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি। সুতরাং

নবিজি ও বলেন।

وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَاء وَمَنْ سَخِطَ وله الشخط

'আল্লাহ তাআলা যখন কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তখন তাদের বিপদে আক্রান্ত করেন। তাদের মধ্যে যারা বিপদে পড়ে (আল্লাহর ফয়সালার প্রতি) সন্তুষ্ট থাকে, তাদের জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি এবং যারা অসন্তুষ্ট হয়, তাদের জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি। '২১০

বিপদগ্রস্ত লোকের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনার ওষুধ হলো, তার জন্য প্রভু যে বিষয়টি পছন্দ করেছেন এবং তার জন্য যে বিষয়ে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তা-ই খুশিমনে মেনে নেওয়া। কারণ, ভালোবাসার দাবি হলো, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের চাহিদার অভিন্নতা। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রেমাস্পদকে ভালোবাসার দাবি করে, কিন্তু তার পছন্দকে অপছন্দ করে এবং অপছন্দকে পছন্দ করে, সে নিজেই নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং প্রেমাস্পদকে তার ওপর রাগিয়ে তুলছে।

কাতাদা বলেন, 'লুকমান (আ) কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, "কোন বস্তুটি উত্তম?" তিনি উত্তর দিলেন, "এমন সবর, যার পরে অনিষ্ট নেই।" লোকটি বলল, "কোন ব্যক্তি উত্তম?” তিনি বললেন, "যে অল্পে তুষ্ট থাকে।" সে আবার জিজ্ঞেস করল, "লোকদের মাঝে অধিক জ্ঞানী কে?” তিনি উত্তর

২০৯. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ৪১

২১০. সুনানুত তিরমিজি। ২৩৯৬"য়ে বাক্তি মানুষের জ্ঞানভান্ডার থেকে নির্বিদায় ইলম গ্রহণ করে।" বোনটি ভিজ্ঞেস করল, "মনভান্ডার উত্তম নাকি জ্ঞানভান্ডার উত্তম?" তিনি বললেন, "সুবহানাল্লাহ। কারণ জ্ঞানী যমিনের কাছে কল্যাণের প্রত্যাশা করলে তা পাওয়া যায়। আর যদি সে উপকার করতে না পারে, তাহলে অন্তত কারও অপকার করে না। আর মুমিনের জন্য উপকার করতে না পারলে অপকার থেকে বেঁচে থাকাই যথেষ্ট।

নেককার বান্দারা বিপদে আনন্দিত হয়। কারণ এতে সাওয়াব রয়েছে।২৬৭

আল্লাহ তাআলার শোকর হলো, জিহবা ও কর্মের মাধ্যমে শোকর করা। যে ব্যক্তি শুধু জিহ্ববার মাধ্যমে শোকর আদায় করল, অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে শোকর আদায় করল না, তার দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তির মতো, যে জামার এক প্রান্ত হাতে ধরল, কিন্তু পরিধান করল না। ফলে সে ঠান্ডা, গরম, বৃষ্টি, তুষারপাত ইত্যাদি থেকে বাঁচতে পারল না।

বিপদের সময় মুমিন বান্দার ঈমান স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। সে প্রচুর পরিমাণ দুআ করতে থাকে। কবুলের কোনো লক্ষণ দেখা না গেলেও তার আশা- প্রত্যাশার মাঝে কোনো পরিবর্তন আসে না। আর যদি নিরাশার উপকরণগুলো শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে সে মনে করে, আল্লাহ তাআলাই কল্যাণের ব্যাপারে অধিক অবগত। অথবা মনে করে, আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তার থেকে সবর ও ইমানের পরীক্ষা নিচ্ছেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা অনুগত হৃদয় থেকে আত্মসমর্পণ দেখতে চান, যাতে তাদের সবরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন এবং তাদের দুআ ও আশ্রয় ভিক্ষা করার অবস্থা দেখতে পারেন।

এমন মুহূর্তে যে ব্যক্তি দ্রুত দুআ কবুল হওয়ার প্রত্যাশা করে এবং দ্রুত কবুল না হলে অভিযোগ করতে শুরু করে, সে দুর্বল ইমানের অধিকারী। সে মনে করে, দুআ কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে তার অধিকার রয়েছে। যেন সে আল্লাহর নিকট তার কাজের (দুআর) পারিশ্রমিক (কবুল হওয়া) দাবি করছে। তুমি কি

২১১. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৬

২১২. তাম্বিহুল গাফিলিন, পৃষ্ঠা নং ১২৪

২১৩. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১৭২

সবর মুমিনের সাফল্যের সোপানইয়াকুব ৯-এর কাহিনী শোননি? তিনি আশি বছর বিপদগ্রস্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁর আশার মাঝে কোনোরূপ পরিবর্তন আসেনি।

সুতরাং হে ভাই, বিপদ যতই দীর্ঘ হোক, তুমি একনাগাড়ে আল্লাহর নিকট দুআ করতে থেকো। এতে কোনোরূপ বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ কোরো না। কারণ, বিপদ তোমার সবর ও দুআর পরীক্ষা। বিপদ যতই দীর্ঘ হোক, আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্য প্রকাশ্য করে এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হোয়ো না।১২১৯

ইবনুস সাম্মাক এক লোককে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন, 'তুমি সবর করো। কারণ, প্রতিদান-প্রত্যাশী ব্যক্তি সবর করে এবং ধৈর্যহীন ব্যক্তিও শেষ পর্যন্ত সবর করতে বাধ্য হয়। '২১০

তোমার সাথে মানুষের অত্যধিক কথাবার্তা এবং বিনাপ্রয়োজনে তোমার পেছনে ঘুরঘুর করাও একটি বিপদ। আবু মুআবিয়া আল-আসওয়াদের নিকট এক লোক দীর্ঘ কথা শুরু করল। আরেক ব্যক্তি তাকে বলল, 'এবার একটু থামবে?' আবু মুআবিয়া বললেন, 'তার মন ভরা পর্যন্ত তাকে কথা বলতে দাও।' অতঃপর বললেন, 'হে আল্লাহ, আমার সেই গুনাহটি ক্ষমা করে দিন, যে গুনাহের কারণে লোকটিকে আপনি আমার ওপর চেপে দিয়েছিলেন।'

আলি বিন আবু তালিব বলেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তার জন্য বিপদাপদ সহজ হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুর প্রহর গুনছে, সে কল্যাণের প্রতি ছুটে চলেছে। '৭১৬

আহনাফ বিন কাইসের এক ভাতিজা তার দাঁতব্যথার অভিযোগ করলে তিনি বলেন, 'আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়েছে চল্লিশ বছর হলো, আমি তা কাউকে বলিনি। ২১৭

২১৪. সাইদুল খাতির, পৃষ্ঠা নং ৫৫২

২১৫. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৯

২১৬. তাসলিয়াতু আহলিল মাসায়িব, পৃষ্ঠা নং ২৪৫

২১৭. কিতাবুজ জুহদ, পৃষ্ঠা নং ৩৩৭

সবরকারীদের প্রতিদান:

আমরা যতদিন পৃথিবীর বুকে বসবাস করব, ততদিন বিপদাপদ আমাদের সাথেই থাকবে। কখনো আমাদের সাথে, কখনো আমাদের ধন-সম্পদের সাথে এবং কখনো আমাদের সন্তানাদির সাথে।

আল্লাহর নবি ইয়াকুব ও ইউসুফ-এর ব্যাপারেও তা-ই হয়েছিল। ইউসুফ-এর বিরহ ব্যথায় ইয়াকুব-এর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

'শোকে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। '২৫৪

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হুমাম কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন, 'ইয়াকুব তাঁর কঠিন পেরেশানিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, ফলে তিনি কেবল উত্তম কথাই বলেছেন। '২৫৫

শামার থেকে বর্ণিত, তিনি বিপদগ্রস্ত লোককে সান্ত্বনা দেওয়ার সময় বলতেন, 'তোমার রব তোমার ব্যাপারে যে ফয়সালা করেছেন, তার ওপর সবর করো। '২৫৬

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا

২৫৪. সুরা ইউসুফ: ৮৪

২৫৫. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৭

২৫৬. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৫আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করত, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। ২০১

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুফইয়ান বিন উয়াইনা বলেন, 'তাঁরা যখন সব হজের সর্দার তথা সবর অর্জন করল, আমিও (আল্লাহ) তাঁদের মানুষের ওনার বানিয়ে দিলাম। (১২৫৮)

এল্লাহ তাআলা সবরকারীদের জন্য তিনটি বিষয় একত্র করেছেন, যেগুলো ওনাদের জন্য একত্র করেননি। বিষয়গুলো হলো, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ অনুগ্রহ, রহমত ও হিদায়াত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

'আপনি সুসংবাদ দিন সবরকারীদের, যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, "আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।" ওরা তারাই, যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। '২৫৯

সালাফের কেউ বিপদে আক্রান্ত হলে এই বলে সান্ত্বনা লাভ করতেন যে, 'আমার কী হলো যে, আমি সবর করছি না? অথচ আমার রব সবরের ক্ষেত্রে এরূপ তিনটি নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যার প্রত্যেকটি দুনিয়া এবং দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম।'২০

২৫৭. সুরা আস-সাজদা: ২৪

২৫৮, উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ১২৫

২৫৯. সুরা আল-বাকারা: ১৫৫-১৫৭

২৬০. উদ্দাতুস সাবিরিন, পৃষ্ঠা নং ৯৯

বে সবর থেকে দূরে থাকতে যেগুলো করবেন না:

সব কাজ পূরণ হতেই কিছু না কিছু বাঁধা থাকে। তাই সব কাজ পূরণ করতে হলে সেসব কাজ না করা চাই। ঠিক তেমনি ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। সুতরাং ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে যেগুলো বাঁধা প্রদান করে সেগুলো করবেন না। তাহলেই দেখবেন আপনার জন্য ধৈর্যধারণ করা সহজ হয়ে যাচ্ছে।

হারাবেন না

তাড়াহুড়া করবেন না

ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা যাবে না। কেননা মানুষকে ত্বরাপ্রবণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই মানবজাতি সবক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করতে পছন্দ করে। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

خلق الإنسان من عجل

"নিশ্চয় সৃষ্টিগতভাবে মানুষ তাড় প্রবণ।

যদি ধৈর্যধারণ করা হয় তাহলে ফল ভোগ করবে অন্যথায় ধৈর্যের ফল পাওয়া যাবে না। প্রিয়তম প্রভু আল্লাহ ও তার প্রেমময় বন্ধুকে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করেছেন। আর পূর্ববর্তী নবিরা যেমন কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করেছেন, ঠিক ওভাবে আপনিও ধৈর্যধারণ করুন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم.

"হে নবি। আপনি ধৈর্যধারণ করুন, যেমন পূর্ববর্তী সাহসী পয়গম্বরগণ ধৈর্যধারণ করেছেন। আপনি কোনো বিষয়ে তাড়াহুড়া করবেন না। ১০৪

রাগ করবেন না

ধৈর্যধারণের ফল পেতে হলে আপনাকে রাগ না করা থেকে দূরে অবস্থান করতে হবে। কেননা রাগ হলো ধৈর্যধারণের বিপরীত কাজ। তাই রাগ না করা চাই। যদি কোনো কষ্টে আক্রান্ত হওয়ার পরও রাগ না করে থাকেন, তবেই আপনি পাবেন ধৈর্যধারণের ফল। আল্লাহ তার প্রিয় বন্ধু রাসুল এ-কে রাগ করতে নিষেধ করেছেন। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تكن كصاحب الحوت إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظوم

১০৪ সুরা আহকাফ।

"আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ করুন, আপনি মাছওয়ালা ইউনুসের মতো হবেন না। যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করছিলো। "১০৫

নিরাশ হবেন না

ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে, কোনো বিপদ আসলে নিরাশ না হওয়া। তাই তো ইয়াকুব তার সন্তানদেরকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে-

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ "বৎসগণ! যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ করো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। "১০৬

শেষ কথা:

ধৈর্য আশা ও আকাঙ্ক্ষার বাতিকে জ্বালিয়ে দেয়। ধৈর্যধারণ করা হলো নিরাশ না হওয়ার ঔষধ। আর যে নিরাশ হয় না, আল্লাহ কখনো তার আশাকে অপরিপূর্ণ রাখেন না। অবশ্যই আল্লাহ দুখের পরে সুখ দান করবেন।

যদি দুনিয়া তার তিরগুলো নিক্ষেপ করে এবং তরবারিগুলো শাদিত করে, তবুও আমরা আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ও তাকদিরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকব এবং তার ফয়সালায় শোকর করব এবং আনুগত্যে সবর করব। আর তিনি হলেন, অনুগ্রহকারী এবং পর্যাপ্ত দানকারী।

إنما يوفى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب

'যারা সবর অবলম্বন করে, তাদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে অপরিমিত।'

আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাকে শোকরকারী, সন্তুষ্ট, সবরকারী এবং প্রতিদান প্রত্যাশীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে ও আপনাকে সেই জান্নাতে একত্র করুন, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান। যাতে রয়েছে সফলতা। যেখানে নেই ব্যর্থতা। যাতে রয়েছে অমর জীবন ও চিরস্থায়ী বিলাসিতা।

আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাকে সবরকারী হিসেবে কবুল করুন, যাদের ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে।

الَّذِينَ إِذا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

'যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, "আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।" ওরা তারাই, যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।

৩১৪. সুরা আজ-জুমার। ১০

৩১৫. সুরা আল-বাকারা: ১৫৫-১৫৭
রাসুল আমাদেরকে ধৈর্যধারণ করার শিক্ষা দিয়েছেন যখন আমরা কষ্টে নিপতিত হই। আবি সালাবা খুশানী বলেন, রাসুল বলেন, "তোমাদের সামনে সবরের দিন আসবে। সেই দিনগুলোতে ধৈর্যধারণ করা হলো জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের উপর পা রাখার মতো। সে সব ফিতনায় ধৈর্যধারণকারীর আমল তোমাদের পঞ্চাশজন ব্যক্তির আমলের সমান হবে।"১০৭ (যে ব্যক্তি ঐসব ফিতনায় ধৈর্যধারণ করবে, সে ফিতনাহীন ব্যক্তির দশগুণ সওয়াব পাবে)।মহান রব আমাদের সবাইকে ধৈর্য্যশীল হওয়ার তাওফিক দান করুন।